পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৮ বর্ষ ।। ৮ম সংখ্যা

১৭ই জমাদিউস সানী, ১৪১৭ হিঃ ।। ১৬ই কার্তিক, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ ।। ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৬ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ।। ভারত ৩ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ।।

সূচিপত্র

		পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	: 'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ—দোয়া	: অনুবাদ : মাওলানা সালেহ [illegible]	৩
অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) —	: অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদে[illegible]	
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	: অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৫
জুমুআর খুৎবা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)	: অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১১
ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে	: আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২২
চলতি দুনিয়ার হালচাল—ঘৃণার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না	: মোহা[illegible] আলী	২৩
আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ	: ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৫
পত্র-পত্রিকা থেকে	:	২৯
ওসীয়্যত বিভাগ থেকে	: এ, কে, রেজাউল করীম	৩৩
ছোটদের পাতা	: পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৪
সংবাদ	:	৩৯
আসহাবে কাহাফের পাতা	: আররকীম	৪০
সম্পাদকীয়	:	৪১

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতারম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান [illegible]রী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৮তম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৬ : ৩১শে ইখা, ১৩৭৫ হিঃ শামসী : ১৬ই কার্তিক, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্ নিসা-৪

৪৫। তোমরা কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর না যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা পথ ভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং আকাঙ্খা করে যেন তোমরাও পথ ভ্রষ্ট হও।

৪৬। এবং আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদিগকে অধিক জানেন, আর বন্ধু হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্ যথেষ্ট।

৪৭। ইহুদীদের মধ্য হইতে কতকজন (আল্লাহ্‌র) কালামসমূহকে যথাস্থান হইতে অদল-বদল করে এবং তাহারা বলে 'আমরা শুনিলাম (৬১৩) এবং অমান্য করিলাম' এবং (আরও বলে) 'তুমি আমাদের কথা শুন, (আল্লাহ্‌র কালাম) তোমাকে যেন কখনও শুনানো না হয়,' এবং তাহারা তাহাদের জিহ্বাহকে বিকৃত করিয়া এবং দীনের প্রতি খোঁচা দিয়া বলিত, 'রায়েনা'। (৬১৩-ক) এবং তাহারা যদি এইরূপ বলিত, 'আমরা শুনিলাম এবং মান্য কবিলাম, এবং তুমি শুন এবং 'উনযুরনা' (আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দাও); তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য উত্তম এবং সুসংগত হইত। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য তাহাদের উপর অভিসম্পাত করিলেন; অতএব, তাহারা অল্পসংখ্যক ব্যতিরেকে ঈমান আনে না।

৪৮। হে যাহারা কিতাব প্রদত্ত হইয়াছ! তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি, ইহা উহার সত্যায়ন করে যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, সেই সময় আসিবার পূর্বে যখন আমরা (তোমাদের কতক) নেতাকে ধ্বংস করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের পশ্চাতে ফিরাইয়া দিব অথবা তাহাদিগকে সেইরূপে অভিশপ্ত করিব (৬১৪) যেইভাবে আমরা 'সাবাত'-এর লোকদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছিলাম, এবং আল্লাহ্‌র আদেশ নিশ্চয় কার্যকরী হইবে।

৬১৩। "গাইরা মুস্‌মাইন" এর অর্থ: (১) বধিরতাবশতঃ তোমরা যেন শুনিতে না পাও, (২) তোমরা যেন শ্রুতিমধুর কিছু শুনিতে না পাও, (৩) তোমাকে যেন মান্য করা না হয়।

৬১৩-ক। ১৩১ টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৯। আল্লাহ্ ইহা আদৌ ক্ষমা করিবেন না যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করা (৬১৫) হউক, এবং ইহা অপেক্ষা লঘু অপরাধকে তিনি যাহার জন্য চাহিবেন ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।

৫০। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহারা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া দাবী করে? বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন, এবং তাহাদের উপর খর্জুর-বীজের ঝিল্লী পরিমাণও যুলুম করা হইবে না।

৫১। দেখ! তাহারা আল্লাহ্র উপর কীরূপ মিথ্যা আরোপ করিতেছে, (৬১৬) এবং ইহা সুস্পষ্ট পাপ হিসাবে যথেষ্ট। ৭ম রুকূ

৫২। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা জীব্ত (৬১৭) (দুষ্ট সত্তাসমূহ) এবং তাগুত (বিদ্রোহী সত্তাসমূহ)-এর উপর ঈমান রাখে এবং তাহারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে, ইহারা

৬১৪। কথাগুলির অর্থ বা তাৎপর্য হইল: (১) দুইটি শাস্তির উভয়টিই ইহুদীদের উপর নিপতিত হইবে, (২) ইহুদীদের মধ্যে অনেকে এক ধরনের শাস্তির শিকার হইবে এবং অন্যেরা অন্য ধরনের শাস্তির শিকার হইবে।

৬১৫। 'শির্ক' আধ্যাত্মিক পরিভাষায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান। এই পরিভাষাগত শব্দটির অর্থ হইল কোনও বস্তুকে বা অস্তিত্বকে এমনভাবে ভালবাসা বা বিশ্বাস করা, যেভাবে আল্লাহ্কে ভালবাসিতে বা বিশ্বাস করিতে হয়, আল্লাহ্র প্রাপ্য ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস ও ভালবাসাকে আল্লাহ্র জন্য সর্বাগ্রগণ্য না করিয়া এইগুলি অন্যকে দান করার নাম শির্ক'। 'লা ইয়াগ্ফেরু' কথাটি এখানে পারলৌকিক ব্যাপারে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'শির্কের' অবস্থায় জীবন কাটাইয়া, মৃত্যুর দরজা দিয়া পরপারে উপস্থিত হয়, তাহাকে ক্ষমা করা হইবে না।

৬১৬। ইহুদীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপের সমতুল্য একটি কথা এই যে, আল্লাহ্ আর নবী প্রেরণ করিবেন না; কেননা, তাহারা মনে করে যে, তাহারা পবিত্র আছে। অতএব, তাহাদের জন্য নবীর কোন প্রয়োজন নাই। আসলে তাহারা পবিত্র অবস্থায় নাই। যখনই মানুষ সর্বপ্রকার অনাচারে-অত্যাচারে লিপ্ত হয়, তখনই নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র নবীর অভ্যুদয় হয় এবং এইরূপ এক অন্ধকার যুগেই নবী করীম (সাঃ)-এর শুভাগমন হইয়াছিল।

৬১৭। 'আল্-জিব্ত্' অর্থ প্রতিমা; এমন বস্তু যাহার মাঝে কোনও মঙ্গল নাই; বৃথাবস্তু; দানব; গণক (মুফরাদাত; লেইন)।

ধর্ম পথে ঐ সকল লোকের অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াতপ্রাপ্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে (৬১৮)।

৫৩। ইহারা ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিশপ্ত করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে অভিশপ্ত করেন তুমি কখনও তাহার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

৫৪। শাসনক্ষমতায় কি তাহাদের কোন অংশ আছে? তাহা হইলে তাহারা জনগণকে খর্জুর বীজের পৃষ্ঠদেশের খাত পরিমাণও কিছু দিবে না।

৫৫। অথবা তাহারা কি এই কারণে লোকদিগকে ঈর্ষা করে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ফযল হইতে কিছু দান করিয়াছেন? (যদি ইহাই হইয়া থাকে) তাহা হইলে আমরা ইব্রাহীমের বংশধরকেও কিতাব এবং হিকমত দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে আমরা দিয়াছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য।

৫৬। অতঃপর, তাহাদের মধ্যে কতক তাহার উপর ঈমান আনিল; এবং তাহাদের মধ্যে কতক তাহা হইতে বিরত থাকিল এবং (তাহাদের শাস্তির জন্য) প্রজ্জলিত আগুন হিসাবে জাহান্নাম যথেষ্ট।

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে শীঘ্রই আমরা তাহাদিগকে আগুনে প্রবিষ্ট করিব, যখনই তাহাদের চর্ম জ্বলিয়া যাইবে আমরা উহার স্থলে তাহাদিগকে অন্য চর্ম বদলাইয়া (৬১৯) দিব যেন তাহারা শাস্তির স্বাদ ভোগ করিতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬১৮। মুসলমানেরা বাইবেলে বর্ণিত সকল নবীকে বিশ্বাস করে এবং ইহাও বিশ্বাস করে যে, মূসা (আঃ)-কে ঐশী-বিধান দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি এই মুসলমানদের প্রতি ইহুদীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ এত বেশী যে, তাহারা মুসলমান হইতে ঐসব পৌত্তলিক আরব-গণকেও অধিকতর সৎপথপ্রাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করে, যাহারা ইহুদীদের নবীগণকে ও গ্রন্থাবলীকে মোটেই মানে না বা স্বীকার করে না।

৬১৯। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যে, মাংস হইতে চামড়া অধিক অনুভূতিশীল, যেহেতু চামড়াতে অনেক বেশী স্নায়ু রহিয়াছে। মাংস বদল করার কথা না বলিয়া, কুরআন দোযখবাসীদের দগ্ধিভূত চামড়ার স্থলে পুনরায় চামড়া সংযোজন করার কথা বলার মাধ্যমে এই সত্যটি চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছে।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

(দোয়া)

কুরআন ঃ

و اذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى و ليومنوا بى لعلهم يرشدون ٥ (البقرة - ١٨٧)

অর্থাৎ এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা তোমাকে করে তখন (বলো) আমি নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।

হাদীস ঃ

ان الله حيى كريم يستحى اذا رفع رجل اليه يديه ان يردهما صفرا (ترمذى)

অর্থাৎ খোদাতা'লা অত্যধিক লজ্জাকারী সম্মানিত। যখন কোন বান্দা তার হাত দোয়ার জন্য উঠায় তিনি তাকে খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ

ইসলাম মানব জাতিকে খোদাতা'লা পর্যন্ত পৌঁছানোর নিশ্চয়তা দেয়। তবে এর শর্ত হলো তাকে চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা ব্যতিরেকে সবই বিফল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ কবুলিয়তে দোয়াকে পেশ করেছে। খোদাতা'লা বলেন, বান্দা যখন ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই। তবে আমার সাড়া দেয়া নির্ভর করে বান্দার উপর, বান্দা যেনো আমার ডাকে সাড়া দেয়। তাহলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, খোদাতা'লা বান্দার প্রার্থনার জবাবে খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করে। অতএব এমন নিশ্চিত বিষয়কে জেনেও আমরা যদি দোয়ার জন্য হাত না উঠাই তাহলে আমরা হতভাগ্য।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "দোয়ার মধ্যে নিশ্চিতভাবে তা'সীর ও প্রভাব আছে। যদি মৃত জীবিত হতে পারে তবে তাহলো দোয়ার মাধ্যমে। কয়েদী মুক্তি পেতে পারে তবে তা দোয়ার মাধ্যমে। পঙ্কিলতাময় জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে তবে তা দোয়ার মাধ্যমে। কিন্তু দোয়া করা ও মৃত্যু বরণ করা একই সমান।" (লেকচার শিয়ালকোট, ২৩৮ পৃঃ)

(অবশিষ্টাংশ ৫-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক

ইহাও স্মরণ রেখো যে, বিপদের জখমের জন্য কোন মলম এমন শান্তি ও স্বস্তি এবং আরামদায়ক হয় না যতটুক আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখার ফলে হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ও আস্থা রাখে সে কঠিন হতে কঠিনতর সমস্যা ও বিপদাবলীর মধ্যেও অন্তরে স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে। সে কখনো মনে অস্বস্তি ও তিক্ততা এবং আযাব অনুভব করে না। (সে ভাবে) বেশীর পক্ষে এ বিপদের পরিণতি এ হতে পারে যে, যদি তকদীর অটল হয়ে থাকে তাহলে মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু এতে হলো কী? দুনিয়া এমন স্থান তো আদৌ নয় যেখানে কোন বস্তু সর্বদা থাকতে পারে। অবশেষে একদিন এবং এক মুহূর্ত সকলের উপরই আসে যখন এ দুনিয়াকে ছাড়তে হবে। সুতরাং যদি তার মৃত্যু উপস্থিত হয় এতে আপত্তির কি হলো? ঈমানদারের জন্য তো মৃত্যু আরো শান্তিদায়ক এবং বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের কারণ হয়ে যায়। এজন্য যে, সে আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ঈমান এবং তাঁর কুদরতসমূহের উপর আস্থা ও ভরসা রাখে এবং সে জানে যে, পরবর্তী জগৎ তার জন্য হবে চিরসুখ-শান্তির। অতএব কেবল মাত্র বিপদ উহা রোগের আকারেই হউক বা অন্য কোন কষ্টের আকারেই হউক আযাবের কারণ হতে পারে না। পরন্তু সেই বিপদ কষ্ট দায়ক আযাবে পরিণত হয়, সেই ব্যক্তির জন্য যার অন্তরে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এবং আস্থা নেই। (মলফুযাত ৪র্থ খণ্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

(৪-এর পাতার পর)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আরও বলেন "সুতরাং পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানই যথেষ্ট নয় বরং বাচ্চাদের মত ডুকরিয়ে কাঁদতে হবে। তোমরা নিরাশ হয়ো না। আর এটাও মনে কর না যে, আমাদের আত্মা গুনাহর কালিমাতে অন্ধকারপূর্ণ। আমাদের দোয়া কী এবং কীই বা তা'সীর রাখে? কেননা, মানবাত্মা যা আসলে খোদার ভালবাসার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যদিও বা তা গুনাহর আগুনের লেলিহান শিখায় প্রজ্জলিত হয়ে উঠুক তবুও তার মধ্যে তওবার এমন শক্তি নিহিত থাকে যে, তা (গুনাহর) আগুনকে নিভিয়ে দিতে পারে। যেমন কিনা তোমরা প্রত্যক্ষ করে থাকো যে, পানিকে আগুন দ্বারা যতই গরম করা হোক না কেন যখন সেই পানিকে আগুনের উপর ঢালা হয় তখন তা আগুনকে নিভিয়ে দেয়। (রুহানী খাযায়েন, ২১ খণ্ড, বারাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম খণ্ড, ২৪ পৃঃ)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর লেখনিতে দোয়ার বর্ণনা যেভাবে দেওয়া হয়েছে আমরা যদি নিজদিগকে সেভাবে খোদার সামনে উপস্থিত করি তাহলে হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী খোদাতা'লা আমাদের হাতকে খালি ফিরিয়ে দিবেন না। আল্লাহ্‌ করুন আমরা যেন দোয়া হতে গাফেল না হই। আমীন।

হাকিকাতুল ওহী

[মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)]

অনুবাদক ঃ নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

তাহারা আরো একটি অনুরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকে যে, একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন এবং তাহার বন্ধুদের সম্পর্কে লাঞ্ছনার সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু তাহারা লাঞ্ছিত হয় নাই। আফসোস, এই সকল লোক জানে না যে, প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের লাঞ্ছনা পৃথক ধরনের হইয়া থাকে। মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন কি ঐ ব্যক্তি নহে, যে বলিয়াছিল, "আমিই এই ব্যক্তিকে উঁচু করিয়াছি, আমিই তাহাকে নীচে নামাইব।" তাহা হইলে কি সে আমাকে নীচে নামাইয়া দিয়াছে ? মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন কি ঐ ব্যক্তি নহে, যে বলিয়াছিল, "এই ব্যক্তি এক কণা আরবীও জানে না।" সেক্ষেত্রে আমি পদ্যে ও গদ্যে আরবী ভাষায় প্রায় ২০ (বিশ) টি গ্রন্থ লিখিয়াছি এবং ইহার মোকাবেলায় তাহাকেও লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম, সেক্ষেত্রে সে আমার মোকাবেলায় আরবীতে একটি গ্রন্থও লিখিতে পারে নাই। মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন কি ঐ ব্যক্তি নহে, যাহাকে আমার মোকাবেলায় সামনাসামনি বসিয়া আরবীতে কুরআন শরীফের তফসীর লেখার জন্য ডাকা হইয়াছিল ? সে এই মোকাবেলা করিতে অপারগ হইল। অনুরূপভাবে তাহার পরিবারে এইরূপ অনেক অভ্যন্তরীণ তিক্ততা ও লাঞ্ছনা আছে, যেগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি না। তবে কি এত কিছু ঘটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহার কোন লাঞ্ছনা হয় নাই ? ভবিষ্যতে তাহার অদৃষ্টে কি নির্দ্ধারিত আছে জানি না। কেননা, ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন নির্ধারিত মেয়াদ থাকা জরুরী হয় না ; বরং তওবা ও ইস্তেগফার দ্বারা ইহা টলিয়াও যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা তিন চারটির বেশী নহে, যাহার জন্য আমার বিরোধী মৌলবীরা হৈ চৈ করিয়া থাকে, এইগুলি ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী। কুরআন ও হাদীসের মূল বর্ণনা মোতাবেক ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ

হওয়া জরুরী নহে।* কেননা, তাহারা যেন বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ দিয়া থাকে। ঘটনাক্রমে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের প্রত্যেকের যুগে সদকা, দান-খয়রাত, দোয়া ও ক্রন্দনের মাধ্যমে বিপদ রদ হইতে দেখা গিয়াছে। যে ব্যক্তির সামান্য বুদ্ধি-জ্ঞানও আছে সে-ও বুঝিতে পারে যে, যখন খোদা একটি বিপদ অবতীর্ণ করার ইচ্ছা করেন তাহা খোদার জ্ঞান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। যদি কোন নবীকে ইহা সম্পর্কে না জানানো হয় তবে উহা কেবল বিপদ নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। যখন নবীকে এই বিপদ সম্পর্কে জানানো হয় তখন ঐ বিপদকেই ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী বলা হইয়া থাকে। অতএব যদি ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া জরুরী হয় তবে মানিতে হইবে যে, বিপদ অবতীর্ণ হওয়া জরুরী। □ অথচ আমি এইমাত্র বর্ণনা করিয়াছি যে, সদকা, দান-খয়রাত, দোয়া, ইত্যাদির দ্বারা বিপদ রদ হইতে পারে। এই ব্যাপারে সকল নবীর ঐকমত্য রহিয়াছে। অতএব এই সকল মৌলবী কথিত হইয়াও আমার বিরুদ্ধে এই হীন আক্রমণ করে, নিতান্ত অবাক কাণ্ড! আশ্চর্য হইতে হয় যে, এই সকল লোক কি কখনো কুরআন শরীফ পড়ে না? ইহারা কি কখনো হাদীসও দেখে না? ইহারা কি ইউনুস নবীর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কেও অবহিত নহে, যাহার সহিত কোন শর্ত মজুদ ছিল না? ইহার বিস্তারিত কাহিনী দুর্রে মনসুর গ্রন্থেও আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু শর্তহীন এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও তওবা করার দরুন ঐ সকল

---

* টীকা :—আল্লাহতা'লা কুরআন শরীফে বলেন, وان يك كاذبا فعليه كذبه و ان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم (সূরা আল্ মো'মেন—আয়াত ২৯) অর্থাৎ যদি এই নবী মিথ্যাবাদী হয় তবে সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং যদি সে সত্যবাদী হয় তবে তোমাদের উপর তাহার কোন কোন ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া যাইবে। এখানে এই কথা বল হয় নাই যে, সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব এখানে খোদা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, সকল ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া জরুরী নহে। বরং কোন কোনটি টলিয়াও যাইতে পারে। যদি খোদাতা'লার এইরূপ ইচ্ছা না থাকিত তবে তিনি বলিতেন و ان يك صادقا يصبكم كل الذى يعد كم কিন্তু তিনি এইরূপ বলেন নাই।

□ টীকা : আল্লাহ্ তা'লা কোন নবী বা রসূল বা মোহাদ্দেস (যার সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেন)-এর মাধ্যমে যে বিপদ সম্পর্কে সংবাদ দেন, উহা এইরূপ বিপদ হইতে অধিক রদ হওয়ার যোগ্য হইয়া থাকে যাহার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয় না। কেননা, সংবাদ দেওয়ার ফলে বুঝা যায় যে, খোদাতা'লার এই ইচ্ছা, যদি কোন ব্যক্তি তওবা, ইস্তেগফার বা সদকা-খয়রাত দেয় তবে ঐ বিপদ রদ করা হইবে। যদি ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী রদ হওয়া সম্ভব না হয় তবে এই কথা বলিতে হইবে যে, বিপদ রদই হয় না। ইহা ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী। ইহা ছাড়া এমতাবস্থায় এই বিশ্বাস রাখা জরুরী হইয়া পড়িবে যে, বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার সময় সদকা, খয়রাত তওবা ও দোয়া এই সব কিছুই অকার্যকর।

লোককে আযাব হইতে বাঁচানো হইল। ইউনুস খোদার নবী হওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁহার হৃদয়ে এই ধারণার উদ্রেক হইল যে, কেন আমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল না, তখন সতর্কতাস্বরূপ তাঁহার উপর আযাব অবতীর্ণ করা হইল। এই আপত্তি উত্থাপন করার দরুন তাঁহাকে অনেক দুঃখ-কষ্টে পড়িতে হয়। যে ক্ষেত্রে এই আপত্তি উত্থাপনের দরুন এই পবিত্র নবীকে এত কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, সেক্ষেত্রে এই সকল লোকের কী অবস্থা হইবে যাহারা শর্তযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বার বার আপত্তি উঠাইয়া থাকে এবং ইহা হইতে বিরত হইতেছে না? যদি ইহাদের হৃদয়ে খোদার ভয় থাকিত তবে ইউনুসের ভবিষ্যদ্বাণী হইতে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিত এবং এত গালাগালি করিত না ও এত ঔদ্ধত্য দেখাইত না। যদি ইহাদের মধ্যে সামান্য তাকওয়ার বীজ থাকিত তবে এই সকল লোক ভাবিত যে, যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ইহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে উহারাতো সংখ্যায় মাত্র দুই তিনটি, কিন্তু এইগুলির তুলনায় ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী, যেগুলি নিজেদের সত্যতা দেখাইয়া ইহাদের মুখে চড় মারিতেছে, সেগুলিতো সংখ্যায় শত শত, বরং হাজার হাজার ও লক্ষে লক্ষে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ইহাতো ভাবিবার বিষয় ছিল যে, সংখ্যাধিক্য কোন্ দিকে * আছে। তাহারা

---

* টীকা:—আমি এই গ্রন্থে খোদাতা'লার ১৮৭টি নিদর্শন লিখিয়াছি। এই সকল নিদর্শন আন্তমানিক ব্যাপার নহে। বরং এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশই পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থাদিতে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং ইহাদের হাজার হাজার সাক্ষী এখনো জীবিত আছে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী এইরূপ বিষয় যাহা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে। যদি খোদার এই সকল নিদর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণীর ভাণ্ডাররাজি পূর্বের কোন ইসরাঈলী নবীর গ্রন্থাদিতে খোঁজ করিয়া দেখা হয় তবে আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে, কোন ইসরাঈলী নবীর ঘটনাবলীতে ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইবে না। যদি ধরিয়াও নেওয়া হয় যে, দৃষ্টান্ত আছে; তবে এ সকল নিদর্শনের সাক্ষী কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? কেবলমাত্র খবরকে দেখার উপর প্রাধান্য দেয়া যায় না। খৃষ্টানরা বারবার হযরত ঈসার মৃতকে জীবিত করার মো'জেযা পেশ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রমাণ একটিরও নাই। না কোন মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া পরকালের বর্ণনা শুনাইয়াছে, না বেহেশ্‌ত দোযখের প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়াছে, না পরকালের চাক্ষুষ দেখা আশ্চর্য ঘটনাবলী সম্পর্কে কোন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে, না নিজের সাক্ষ্যে ফেরেশ্‌তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়াছে। বরং মৃত ব্যক্তিদের অর্থ ঐ সকল লোক, যাহারা আধ্যাত্মিক বা দৈহিকভাবে মৃতের ন্যায় ছিল, অতঃপর তাহারা দোয়ার মাধ্যমে যেন নূতন জীবন লাভ করিল। হযরত ঈসার পাখী তৈরী করার অবস্থাও তদ্রূপ। যদি সত্য সত্যই তিনি পাখী তৈরী করিতেন তবে জগদ্বাসীর একটি বড় অংশ তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত এবং তাঁহাকে ক্রুশ পর্যন্ত যাইতে হইত না। হযরত ঈসাকে খোদা বানানোর আকাংখা খৃষ্টানদের খুব তীব্র। এমতাবস্থায় তাহারা এইরূপ বড় খোদায়ী নিদর্শনকে পরিত্যাগ করিত না। বরং তাহারা তিলকে তাল করিয়া দিত। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনা যাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে তাহা আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য নহে। বরং ইহা দ্বারা কোন সূক্ষ্ম বিষয় বুঝায়, যাহার গুরুত্ব খুব বেশী নহে।

কি এই কথার প্রমাণ দিতে পারে যে, তাহারা, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বা কোন 'ইজতেহাদ' (না বুঝার দরুন) ভুল সম্পর্কে যে ধরনের আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে, অন্যান্য নবীর ভবিষ্যদ্বাণীতে কি এইগুলির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না? তাহারা কি জানে না যে, অন্যান্য নবীগণকে বাদ দিয়া আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, যিনি সকল নবীর শ্রেষ্ঠ ও খাতামুল আম্বিয়া ছিলেন, তিনিও এই ধরনের 'ইজতেহাদী' ভুলের উর্দ্ধে ছিলেন না। হুদাবিয়ার সফর কি 'ইজতেহাদী' ভুল ছিল না? ইয়ামামা বা হিজরকে নিজের হিজরতের স্থান মনে করা কি 'ইজতেহাদী' ভুল ছিল না? অন্যান্য 'ইজতেহাদী' ভুল কি ছিল না? এইগুলি লিখিতে গেলে বিষয়টি দীর্ঘ হইয়া যাইবে। অতএব এইরূপ হীন আক্রমণ করা কোন মুসলমানের কাজ নহে, যাহার গণ্ডিতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও আসিয়া পড়েন। বরং ইহা ঐ সকল লোকের কাজ, যাহারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দুশমন।

ইহা ছাড়া তাহাদের আরো একটি নির্বুদ্ধিতা এই যে, তাহারা জাহেল লোকদিগকে উত্তেজিত করার জন্য বলে, এই ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করিয়াছে। অথচ ইহা সরাসরি তাহাদের মিথ্যা কথা। বরং কুরআন শরীফের আলোকে যে নবুওয়তের দাবী করা নিষিদ্ধ, এইরূপ কোন দাবী আমি করি নাই। আমার দাবী কেবল মাত্র এই যে, এক দিক হইতে আমি উম্মতী এবং এক দিক হইতে আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের ফয়েযের দরুন নবী। আমার নবী হওয়ার অর্থ কেবল এই যে, আমি খোদাতা'লার নিকট হইতে বিপুল পরিমাণে বাক্যালাপ ও সম্বোধনের সম্মান পাইয়া থাকি। ব্যাপারটি এই যে, মোজাদ্দেদ সেরহেন্দী সাহেব তাঁহার মকতুবাতে লিখিয়াছেন, যদিও এই উম্মতের কোন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তা'লার সহিত বাক্যালাপ ও সম্বোধনের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকিবেন, তথাপি যে ব্যক্তিকে বিপুল পরিমাণে এই বাক্যালাপ ও সম্বোধনের দ্বারা সম্মানিত করা হইবে এবং তাঁহার নিকট বিপুল পরিমাণে অদৃশ্যের বিষয় প্রকাশ করা হইবে তাঁহাকে নবী বলা হইবে। এখন ইহা সুস্পষ্ট, হাদীসে নব্‌বীতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির জন্ম হইবে, যিনি ঈসা ও ইবনে মরিয়ম কথিত হইবেন এবং নবী নামে অভিহিত হইবেন। অর্থাৎ এত বিপুল পরিমাণে তিনি বাক্যালাপ ও সম্বোধনের সম্মান লাভ করিবেন এবং এত বিপুল পরিমাণে তাঁহার নিকট অদৃশ্যের বিষয় প্রকাশিত হইবে, যাহা নবী ছাড়া অন্য কাহারো নিকট প্রকাশিত হয় না, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

(সূরা আল্ জিন্ঃ আয়াত ২৭-২৮) অর্থাৎ খোদা এমন রসূল ছাড়া যাহাকে তিনি মনোনীত করেন, কাহারও উপর অদৃশ্যের বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না। ইহা একটি প্রমাণিত বিষয় যে, খোদাতা'লা আমার সহিত যে পরিমাণ বাক্যালাপ ও সম্বোধন করিয়াছেন এবং আমার নিকট যে পরিমাণ অদৃশ্যের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, হিজরী ১৩০০ (তেরশত) বৎসরের মধ্যে আজ পর্যন্ত আমি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয় নাই। যদি কোন অস্বীকারকারী থাকে তবে প্রমাণের ভার তাহার স্কন্ধে থাকিবে। মোট কথা, খোদার ওহী ও অদৃশ্য বিষয়ের এই বিপুল অংশের জন্য এই উম্মতে আমিই একমাত্র

নির্দিষ্ট ব্যক্তি। আমার পূর্বে এই উম্মতে যত আউলিয়া, আবদাল ও কুতুব চলিয়া গিয়াছেন তাহাদিগকে এই পুরস্কারের বিপুল অংশ দেওয়া হয় নাই। অতএব এই কারণে নবীর নাম পাওয়ার জন্য আমাকেই নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। অন্য সকল লোক এই নামের যোগ্য নহে। কেননা, ইহাতে বিপুল পরিমাণ ওহী ও বিপুল পরিমাণ অদৃশ্যের বিষয়ের শর্ত রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে এই শর্ত পূর্ণ হইতে দেখা যায় না। এইরূপ হওয়াই জরুরী ছিল যাহাতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। কেননা, আমার পূর্বে যে সকল নেক ব্যক্তি চলিয়া গিয়াছেন যদি তাহারাও এইরূপ বিপুল পরিমাণে বাক্যালাপ ও সম্বোধন এবং অদৃশ্যের বিষয়ে অংশ লাভ করিতেন তবে তাঁহারা নবী বলিয়া অভিহিত হওয়ার যোগ্য হইতেন। তদ্রূপ অবস্থায় আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইত। এইজন্য খোদাতা'লার প্রজ্ঞা এই সকল সম্মানিত ব্যক্তিকে এই পুরস্কার সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে দেন নাই। সহীহ হাদীস অনুযায়ী এইরূপ ব্যক্তি একজনই হইবেন এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমি কেবল নমুনাস্বরূপ কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি কয়েক লক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী। উহাদের ধারা এখনো শেষ হয় নাই। খোদার কালাম এত বিপুল পরিমাণে আমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে যে, যদি ঐগুলির সব কয়টি লেখা হয় তবে ২০ (বিশ) খণ্ডের চাইতে কম গ্রন্থ হইবে না। এখন আমি এখানেই গ্রন্থটি সমাপ্ত করিতেছি এবং খোদাতা'লার নিকট চাহিতেছি যে, তিনি নিজের পক্ষ হইতে বরকত দান করুন এবং ইহার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে আমার প্রতি আকৃষ্ট করুন। আমীন।

و اخردعونا ان الحمد لله رب العلمين

(অর্থঃ আমাদের সবশেষ কথা হইবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক—অনুবাদক)।

সমাপ্ত

---

* টীকা:—খোদার কালামে এই বিষয়টি অবধারিত ছিল যে, এই উম্মতের দ্বিতীয় অংশ হইবে তাহারা, যাহা মসীহ মাওউদের জামাত হইবে। এই জন্য খোদাতা'লা এই জামাতকে অন্যদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন তিনি বলেন, و اخرين منهم لما يلحقوا بهم অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে হইতে আরো এক ব্যক্তি আছেন, যিনি পরবর্তীতে শেষ যুগে আগমন করিবেন। সহীহ হাদীসে আছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার হস্ত সালমান ফারসীর স্কন্ধে রাখিয়া বলেন, لو كان الايمان معلقا با لثريا لنا له رجل من فارس (অর্থঃ ঈমান সুরাইয়ায় চলিয়া গেলেও পারস্য বংশের এক ব্যক্তি তথা সুরাইয়া হইতে নামাইয়া আনিবেন—অনুবাদক)। এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে ছিল, যেমন খোদাতা'লা বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের জন্য ঐ হাদীসটিই ওহীরূপে আমার নিকট অবতীর্ণ করেন। ওহীর আলোকে আমার পূর্বে ইহার কোন প্রতীক নির্ধারিত ছিল না। খোদার ওহী আমাকে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার জন্য। (ক্রমশঃ)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৪শে মে, ১৯৯৬—বাদক্রোইজ নায (Badkrenz Nech) জার্মানীতে প্রদত্ত]

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

সবিশেষ পর্যবেক্ষণ ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে সমাজকে মিথ্যাচারিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করার দায়িত্ব অবধারিতভাবে আপনাদের উপর বর্তায়।

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল ফুরকানের ৭৩তম আয়াত তেলাওয়াত করার পর বলেন :

আজ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর সালানা ইজতেমা আরম্ভ হচ্ছে এবং আমাকে আজকের খোৎবাতে খোদ্দামদের উদ্দেশ্যে উদ্বোধনী ভাষণও প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমি আজকের খোৎবার বিষয়-বস্তু হিসাবে ঐ আয়াতটিকে নির্ধারণ করেছি, যা প্রারম্ভে তেলাওয়াত করলাম। এ আয়াতটিতে আল্লাহ্তা'লা তাঁর ঐ বান্দাদের সম্পর্কে যারা রহমান খোদার বান্দা তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সদগুণাবলী বর্ণনা করে বলেন : "ওয়াল্লাযীনা লা ইয়াশ্হাদূনায্যূরা ওয়া ইযা মাররু বিল-লাগ্ভে মাররু কিরামা"—অর্থাৎ, তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না অথবা মিথ্যার দিকে তাকায়ও না, মিথ্যার ধার ধারে না। 'ইয়াশ্হাদূনায্যূরা'-এর দু'টি অর্থ হতে পারে। কুরআন করীমে যেমন রমযান মাস সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ফামান শাহেদা মিনকুমুশ শাহ্রা" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমযান মাসে উপস্থিত হয় বা উহার মুখ দেখে তার এই এই করা উচিত, তেমনি 'লা ইয়াশহাদূনায্যূরা'-এর একতো প্রচলিত অর্থ হচ্ছে 'তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না'। কিন্তু এই আয়াতে বিশেষভাবে যে বিষয়-বস্তু বর্ণিত হয়েছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় এই অর্থটিই অধিক প্রযোজ্য ও শ্রেয়তর অর্থ হবে যে, 'তারা মিথ্যার মুখ পর্যন্ত দেখে না বা মিথ্যার আদৌ ধার ধারে না'। "ওয়া ইযা মাররু বিল-লাগ্ভে মাররু কিরামা"—এবং যখন বৃথা ও তুচ্ছ বিষয়াদির কাছ দিয়ে অতিক্রম করে তখন গাম্ভীর্যের সাথে ওগুলোকে অতিক্রম করে যায় বা পাশ কাটিয়ে যায়। যেহেতু বৃথা ও বেহুদা বিষয়ও মিথ্যারই প্রকারান্তর, কাজেই মিথ্যাকে তাকিয়েও না দেখার বা উহার ধারে-কাছেও না যাওয়ার মর্মটিই এই আয়াতের পূর্বাপর বিষয়ের সাথে সঠিকভাবে সম্পূর্ণ খাপ খায়।

আজ বিশেষভাবে প্রাচ্যের জাতিসমূহ মিথ্যাচারিতার শিকার হয়ে পড়েছে। যদিও পাশ্চাত্যেও এই রোগের অনুপ্রবেশ ঘটছে কিন্তু কার্যতঃ উভয়ের মধ্যে ঢের পার্থক্য বিদ্যমান পাকিস্তানেও এবং হিন্দোস্থানে ও বাংলাদেশেও এবং আফ্রিকার অধিকাংশ দেশেও মিথ্যা এখন একটা নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে দুনিয়াতে সবচে' ধ্বংসাত্মক (নৈতিক) দুর্বলতা হচ্ছে মিথ্যা, যা একটা সাধারণ দুর্বলতারূপে শুরু হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে গোনাহ্‌র রাজ্যে সবচে' বড় গোনাহ্‌র রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মিথ্যা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে যে-সব উপদেশ দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে একটি ইহাও যে :—

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "(হে লোক সকল !) আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপ কাজ সম্পর্কে অবগত করাব ? (সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনবার একথার পুনরাবৃত্তি করলেন)। আমরা উপস্থিত সকলে বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি উক্ত বিষয়ে আমাদেরকে অবগত করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, তারপর মাতা-পিতার অবাধ্যতা। উক্ত দু'টি কথা বর্ণনা করার পর বালিশে হেলান অবস্থা থেকে তিনি বসে বললেন এবং বড়ই জোশের সাথে বললেন, "আলা ওয়া কওলায্-যূর, আলা ওয়া কওলায্-যূর, আলা ওয়া কওলায্-যূর"—ভাল করে শুনে রাখ, মিথ্যা কথা বলো না, মিথ্যা কথা বলোনা, মিথ্যা কথা বলো না। তিনি এ কথাটির এতো বার পুনরাবৃত্তি করলেন যে, আমরা মনে আকাঙ্খা পোষণ করলাম, হায় ! যদি তিনি এরপর থেমে যেতেন এবং বার বার বলার দরুন তাঁর কষ্টের লাঘব হতো। (বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবুউকূকিলওয়ালেদাইন্)

যদিও মিথ্যার উল্লেখ তৃতীয় নম্বরে এসেছে কিন্তু হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) মিথ্যার উল্লেখ করতে গিয়ে জোশ দেখালেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বার বার এই উপদেশ দিলেন যে, মিথ্যার নিকটে পর্যন্ত যেয়ো না—এর কারণ এই যে, মিথ্যাই হচ্ছে সকল পাপের মূল। শির্‌কও মিথ্যারই নামান্তর। মাতাপিতার অবাধ্যতাও এক প্রকার মিথ্যাচার। প্রকৃতঃপক্ষে মিথ্যার যতই আপনারা বিশ্লেষণ করবেন ততই জানতে পারবেন যে, প্রত্যেক পাপের শিকড় প্রোথিত রয়েছে মিথ্যার ভূমিতে। মিথ্যার ভূমি থেকেই সমস্ত ধরনের পাপ অঙ্কুরিত হয় সেজন্যই রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মিথ্যার উল্লেখ করতে গিয়ে উহা থেকে দূরে থাকার জন্য বার বার জোর দিয়েছেন, তাকিদ করেছেন। সুতরাং আমি যে বর্ণনা করেছি যে, প্রত্যেক শেরকও মিথ্যা থেকে জন্ম নেয় এবং মিথ্যাই প্রকৃতপক্ষে সবচে' বড় শির্‌ক। তাই আপনারা যদি নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে গভীর দৃষ্টিপাতে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন তাহলে জানতে পারবেন যে, প্রত্যেক মিথ্যা যা বলা হয় উহা কোন মিথ্যা উপাস্যের খাতিরেই বলা হয়। নইলে, সাক্ষাৎভাবে মিথ্যা বলার মানুষের প্রয়োজন নেই।

সর্বদা সত্য কথা বলাই মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ ও মানব প্রকৃতি-সম্মত। মানুষ মাত্রই সত্য কথা বলাকে পসন্দ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যতই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মিথ্যা প্রবেশ করে ততই আসলে মিথ্যা খোদাগুলো মানুষের জীবনে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, অর্থাৎ মিথ্যা সর্বদা কোনও কাল্পনিক উপাস্যের ইবাদতের খাতিরেই বলা হয়। যেমন, আপনাকে যদি নিত্যকার কথাবার্তায় এরূপ কথা বলতে হয় যদ্বারা আপনি নিজের কোন অপরাধকে ঢাকতে চান—তা সাক্ষ্য দিতে গিয়ে হোক কিম্বা সাক্ষ্যদান ব্যতীত অন্য কিছু হোক, তখন আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রকৃত সত্য থেকে দুনিয়ার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেন। অর্থাৎ যখন নিজের দৃষ্টিকে প্রকৃত সত্য থেকে ফিরিয়ে নেন তখন দুনিয়াকেও ধোঁকা দেন। এমনি ধারায় কোনও একটা উদ্দেশ্যকে লাভ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হয় তদ্বারা তাঁর কাছ থেকে সর্ববিধ সদগুণ ও সৌন্দর্য এবং পুণ্য ও শুভ বিষয়সমূহ অর্জন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঐ সব লোক, যাদের জীবন থেকে খোদাতা'লা অপসৃত হয়ে যান (বিসর্জিত হন), তারা ঐগুলোই আবার মিথ্যাচারিতার (আশ্রয়ের) দ্বারা গ্রহণ করে থাকে। তাদের প্রত্যেক উদ্দেশ্যকেই মিথ্যার সাহায্য নিয়ে সফল বা লাভ করার চেষ্টা চালায়। মিথ্যাচারিতার এই প্রক্রিয়া ও কারচুপি এতো প্রচলিত হয়ে পড়ে যে, জীবনের প্রত্যেক স্তরে ও শাখায়-প্রশাখায় উহা ঢুকে যায়। রাজনীতি মিথ্যাসর্বস্ব হয়ে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা ও সন্তানদের এবং বন্ধুদের মধ্যকার সম্পর্কাবলী মিথ্যাসর্বস্ব হয়ে যায়। জীবন কেবল একটা লোক দেখানো বস্তুতে পরিণত হয়ে থেকে যায়। সারা জীবন মানুষ মিথ্যার ইবাদত করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং সে জানতেই পারে না যে, সে এক মুশরেক হিসেবে তার খোদার সকাশে উপস্থিত হবে।

যে মিথ্যা কোন ফায়দা না দেয় (লাভজনক না হয়) তা বলাই হয় না। ইহা এক মৌলিক সত্য এবং বাস্তবতা, যা আপনারা স্মরণ রাখবেন। এবং দৈনিক যতবারই আপনাদের মিথ্যা বলার বা মিথ্যাশ্রয়ের অভ্যেস থাকে, ততবারই আপনারা শির্‌কে লিপ্ত হন। অতএব প্রত্যেক মানুষের তৌহীদের মাপকাঠি তার সত্যবাদিতা ও মিথ্যাচারিতার দ্বারা পরিচিত হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রমও আছে। আর সেটি হচ্ছে এই যে, কেবল কোন লোকের যখন মিথ্যাচারের অভ্যেস হয়ে যায়, তখন আবার সে অভ্যেস তাদেরকে দৈনন্দিন এরূপ মিথ্যা বলতেও বাধ্য করে, যার কোনও স্পষ্ট উদ্দেশ্য বা স্বার্থ তাদের সামনে থাকে না। সেজন্য আপনারা তাদের সম্পর্কে বলতে পারেন না যে, কোন উদ্দেশ্য ভিত্তিক মিথ্যাচারের ইবাদত করা হয়েছে। যেমন কি না নেক বা পুণ্যবান ব্যক্তিরাও যখন নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যান তখন কোন কোন সময় তারা সচেতনভাবে বুঝতে পারেন না যে, তারা কী ভাবছেন। তারা অভ্যাসবশতঃ তখন অবচেতন মনেও নামায পড়েন। কিন্তু সচরাচর

সচেতেনতার সাথেই নামায পড়া হয়। এবং যে নামায সচেতনভাবে আদায় করা হয় উহাই সত্যিকার (যথার্থ) ইবাদত। অভ্যাসগত যে নামায হয়ে থাকে, উহা ফরয তো পুরা করে দেয়, কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে ইবাদতের প্রাণ-সত্তা বহন করে না। অতএব, উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে (নেতিবাচক) মিথ্যাচারিতার সে একই অবস্থা। কখনও তো উহা নিষ্ঠার সাথে সচেতনভাবে গায়র-আল্লাহ্‌র ইবাদতস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। আবার কখনও উহা সত্যিকার সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়, যার মধ্যে উপাসনার মর্ম কম থাকে এবং অভ্যেসেরটা বেশী।

সুতরাং কুরআন করীম উক্ত বিষয় সম্পর্কেই বলেছে যে, খোদাতা'লা তোমাদের কসমের দরুন পাকড়াও করবেন, শাস্তি দিবেন। কিন্তু বৃথা (লগ্‌ভ) কসমগুলোকে উপেক্ষা করবেন। যে-গুলো মিথ্যা ও বেহুদা কসম, সেগুলোর উপর আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদেরকে ধৃত করবেন না। এটাও খোদাতা'লার অনুগ্রহ বিশেষ। কেননা, তিনি জানেন যে, এইসব কসম কেবল অভ্যাসবশতঃ খাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে মিথ্যা বলা হচ্ছে তা অভ্যাসগতভাবে বলা হচ্ছে। তাতে সারবত্তা কিছুই নেই। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অভ্যাসগতভাবে মিথ্যা কথা বলাটাকেও অত্যন্ত এক মারাত্মক ব্যাপার বলে নির্ধারণ করেছেন। কেননা, তিনি বলেন যে, ক্রমাগতভাবে মিথ্যা বলার দরুনই এর অভ্যাস গড়ে উঠে। অতএব, ওরূপ ব্যক্তিকে এই অভ্যাস অবধারিতভাবে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং তিনি (সাঃ) বলেন ঃ

(হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা)—

"তোমাদের উচিত সত্য কথা বলা। কেননা, সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের দিকে নিয়ে যায় এবং পুণ্য ধাবিত করে জান্নাতের দিকে। মানুষ সত্য বলে এবং সত্য বলাতে সচেষ্ট থাকে। এমন কি, (অবশেষে) সে আল্লাহ্‌র সকাশে 'সিদ্দীক' (পরম সত্যবাদী) বলে লিপিবদ্ধ হয়। অর্থাৎ 'সত্য বলে'—কথাটির সাথে তিনি (সাঃ) বলেছেন, 'সত্য কথা বলতে সচেষ্ট থাকে'। এই প্রচেষ্টার উল্লেখের পরে বলেছেন, 'এমন কি, সে খোদার সমীপে সিদ্দীক বলে লিখিত হয়।' অতএব এর মাঝে আমাদের জন্য অনেক বিরাট এক সুসংবাদ নিহিত রয়েছে যে, আমরা যদি তাৎক্ষণিকভাবে (ত্বরিৎ) নিজেদেরকে মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র না-ও করতে পারি কিন্তু যদি খোদার খাতিরে অন্তরে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে ক্রমাগত মনোনিবেশ সহকারে পরিশ্রম করে যেতে থাকি এবং মিথ্যা থেকে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা এবং (সর্বদা) সত্য কথা বলার অভ্যাসকে আয়ত্ব ও আত্মস্থ করার চেষ্টা করতে থাকি, তাহলে এমতাবস্থায়—আঁ-হযরত (সাঃ) বলেন যে—এরূপ সময় এসে যায় যখন খোদাতা'লার হুযূরে সে ব্যক্তি 'সিদ্দীক' হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ অত্যন্ত সত্যবাদী বলে সাব্যস্ত হয় এবং তার এই পরিশ্রম কখনও বৃথা যায় না।

ইহার বিপরীতে তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন, মিথ্যা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা উচিত। কেননা, মিথ্যাবাদিতা অবাধ্যতা ও পাপাচারের কারণ হয়ে যায় এবং অবাধ্যতা ও পাপাচার আগুনের দিকে ধেয়ে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন কি, খোদাতা'লার কাছে সে 'কায্যাব' চরম মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ হয়।" (বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবু কওলিল্লাহে ইত্তাকুল্লাহা ওয়া কূন্ মায়াস্ সাদেকীন)।

অতএব, যদিও মিথ্যাবাদিতায় অভ্যস্ত ব্যক্তি অনেক সময় অসচেতনভাবেও মিথ্যা বলে কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, এই অভ্যাস যেহেতু এক দীর্ঘকালীন পাপাচারের দরুন পাকাপোক্ত হয়েছে—তার মেযাজ ও স্বভাবে পরিণত হয়েছে, তাই এরূপ ব্যক্তিকে খোদাতা'লা 'কায্যাব' (অত্যন্ত মিথ্যাবাদী) বলে লিপিবদ্ধ করেন এবং কায্যাবের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। সে জান্নাতের মুখ দেখবে না।

অতএব, "লা ইয়াশ্হাদূনায্ যূরা" আয়াতটিতে যে সাক্ষ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আপনারা যদি মিথ্যার মুখ না দেখেন তাহলে আপনারা জাহান্নামের মুখও দেখবেন না। যদি মিথ্যার মুখ দেখতে থাকেন তাহলে জান্নাতের মুখ দেখতে পাবেন না। এ দু'টি বিষয় একত্রিত হতে পারে না। তা সত্ত্বেও লোকেরা মিথ্যাচারিতার ব্যাপারে অত্যন্ত বেপরোয়া। প্রায়শঃ কোন একটা কাজ করার পূর্বেই মিথ্যার সংকল্প গ্রহণ করে ঘর থেকে বের হই। কোন ব্যবসা হোক বা চুক্তি অথবা কোন দেশে প্রবেশ করতে হয় কিংবা পাসপোর্টের অবৈধ ব্যবহার করতে হয় অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকে, সেমত অবস্থায় সচরাচর মানুষ মনে মনে এই ইরাদা বেঁধে ঘর থেকে বের হয় যে, সে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং সে আশ্বস্ত বোধ করে এই বলে যে, এখন তার কাজ সমাধা হয়ে যাবে, কেননা, সে ফয়সালা করে ফেলেছে যে, মিথ্যার দ্বারা সে ফায়েদা লাভ করবে। এই যে হৃদয়ের প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তি যা মিথ্যাবলম্বনের ফলশ্রুতিতে লাভ হয়—এটা হচ্ছে শির্ক। এবং এটা এরই পাকাপোক্ত আলামত যে, এই ব্যক্তি হচ্ছে মোশরেক (অংশীবাদী), প্রতিমাপূজারী। যদিও সে নিজেকে তৌহীদবাদী বলেই আখ্যায়িত করে। বাহ্যিকভাবে সে খোদাতা'লার ইবাদত করে, তাঁর সমীপে সিজদা করে। কিন্তু তার সমস্ত স্বভাব-প্রকৃতি তার গোটা আত্মা মিথ্যার সমীপেই বিনত হয়ে থাকে এবং উহাকেই সিজদা করে।

অতএব স্মরণ রেখো যে, মিথ্যা কোন সাধারণ ব্যাধি নয়, বরং ইহা এরূপ এক ব্যাধি, যা স্বীয় গর্ভে শির্কের মূল বহন করে। প্রত্যেক না-শোকরিও অকৃতজ্ঞতার মূল ধারণ করে। অতএব, ইহা তৌহীদের পরিপন্থী এরূপ এক পাপ যা তৌহীদের সবদিক দিয়েই উহার মূলতত্ত্ব ও স্বরূপকে নস্যাৎ করে দেয়। উহার কোন কিছুই বাকী রাখে না,

এবং ইহ্সানমন্দি ও কৃতজ্ঞতাবোধকেও সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে। মিথ্যাবাদী লোক না তাদের মাতা-পিতার (বাধ্য ও কৃতজ্ঞ) থাকে, না খোদাতা'লার। (কুরআন করীমে) মা-বাপের উল্লেখ খোদাতা'লার পরে পরে এ সূত্রেই এ আঙ্গিকেই বর্ণিত হয়েছে যে, সবচে' বড় ও প্রধান সম্পর্ক হচ্ছে সৃষ্টি ও সৃজনের সম্পর্ক। খোদাতা'লা যেহেতু খালেক বা সৃষ্টি-কর্তা, সেহেতু সর্বাধিক হক্ ও অধিকার তাঁরই বর্তায়। খোদার পরে মাতা-পিতা যেহেতু সৃজন-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করে থাকেন, অন্যান্য সকল সম্পর্কাবলীর মধ্যে যেহেতু সৃজন প্রক্রিয়ায় তারাই সর্বাধিক অংশীদার, সেহেতু খোদাতা'লার পরে (সন্তানদের উপর) কারও অধিকার থাকলে তা মাতা-পিতাদেরই রয়েছে। মিথ্যাবাদিতা উক্ত উভয় অধিকারকে নস্যাৎ করে দেয়। বন্ধুত্বের অধিকারগুলোকেও নস্যাৎ করে। কেননা, সেগুলোতো তুলনামূলকভাবে নিম্নস্তরের। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অধিকারসমূহকেও ধ্বংস করে। কেননা, সেগুলোও তদ্রূপই। ইহা দেশ ও জাতির অধিকারসমূহকেও নস্যাৎ করে দেয়। তেমনি রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে আনুগত্য ও মান্যতা এবং হক-ইনসাফ ও ন্যায়-বিচার ভিত্তিক আদান-প্রদান ও ব্যবহারকেও ক্ষুণ্ন করে দেয়। কেননা, এ সম্পর্কটিও মিথ্যাপরায়ণ লোকদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব, লক্ষ্য রাখুন এ বিষয়টির দিকে যে, আপনাদের মজলিস বা মিলন-ক্ষেত্রগুলিতে কী রূপে মিথ্যার উন্মেষ ঘটে এবং উহার লালন-পালন করা হয়, আপনাদের প্রত্যেকের গৃহে কীরূপে বার বার ইহা ব্যবহৃত হয়। এবং তবুও কেন আপনাদের মধ্যে এর জন্য কোন (প্রতিবাদী) বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না! যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাদের মধ্যে এই অনুভূতি ও চেতনা জাগ্রত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যার রোগ হতে আপনারা আরোগ্য লাভ করতে পারেন না।

আপনারা এরূপ এক দেশে এবং এরূপ এক জাতির মাঝে আগমন করেছেন, আশ্রয় নিয়েছেন, যারা এদিক দিয়ে আপনাদের চেয়ে উত্তম নমুনার পরিচয় বহন করে। বরং যদ্দুর আমি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি এবং এতে কোনও পক্ষপাতিত্বের উদ্দেশ্য নেই বরং প্রকৃত ঘটনা ও অবস্থা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি,—সমগ্র ইউরোপে আমার মতে জার্মান জাতি সবচে' সত্যভাষী। আল্লাহ্ করুন, যেন তাদের এই নেকী এবং সত্যবাদিতা তাদেরকে পরিশেষে তৌহীদের দিকে ধাবিত করে। খোদা করুন, যেন এই নেকী ও পুণ্য কায়েম থাকে। আজ যেমন জগতময় সত্যপরায়ণতা অপসৃত হচ্ছে, তেমনি এই ব্যাধি যেন এই জাতিটির মধ্যে প্রবেশ না করে, যা সাধারণভাবে উন্নত দেশগুলিতেও প্রবেশ করে গেছে। আল্লাহ্ করুন, যেন এই জাতি নিজেদের সত্যবাদিতাকে হিফাযত করতে পারে। তবে বাস্তব সত্য ওটাই যে, সবদিকে চিন্তা করে, গভীর দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করার পর আমি

এই বাস্তব বিষয়টি জানতে এবং আবিষ্কার করতে পেরেছি যে, সকল ইউরোপিয়ান (বা পাশ্চাত্য) জাতিদের মধ্যে সব চেয়ে স্বভাবতঃ সত্যবাদী জাতি হচ্ছে জার্মান জাতি। এজন্যেই কোন কোন সময় মানুষ তাদেরকে রুক্ষ-কর্কশ ভাবে। কোন সময় মনে করে যে, এরা কঠোর মেযাজের মানুষ। অথচ তাদের মাঝে সত্যবাদিতার দরুন একটা ডিসিপ্লিন গড়ে উঠেছে বা সৃষ্টি হয়ে গেছে, আর এজন্যেই কোন কোন ব্যাপারে তারা কঠোর নীতি অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর কারণ মন-মানসিকতার রুক্ষতা বা উগ্রতা নয়। কেননা, এর বিপরীতে আমি এটাও দেখেছি যে, এই জাতি সত্যপরায়ণতার কদরকারীও বটে। এবং যেখানে তারা সত্যবাদী লোকদেরকে দেখতে পায় সেখানে তাদের প্রতি স্বভাবতঃ তাদের অন্তরে প্রীতি ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃপক্ষে দুনিয়ার সত্যবাদী জাতিরাই সত্যবাদীদেরকে ভালোবাসে বা ভালোবাসতে পারে।

অতএব, আপনাদের জন্য ইহা এক অনেক বড় নেয়ামত যে, আপনারা এরূপ এক দেশে আগমন করেছেন, যেখানে আর যা হোক কমপক্ষে আপনাদের সত্যপরায়ণতার উপর কোনও পরীক্ষা আসে নি (উহা পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নি)। আপনারা যদি সত্য বলতে চান তাহলে উহা তাদের মনমানসিকতা ও স্বভাবসম্মতই হবে। তাদের মেযাজবিরুদ্ধ হবে না। উহার বিপরীতে কথা বলবেন না। ইহা সত্ত্বেও যদি আপনারা নিজেদের পুরানো নোংরা অভ্যেস-গুলোকে সঙ্গে নিয়ে এখানে প্রবেশ করেন এবং তাদের সাথে মিথ্যে আচরণ করেন, তাহলে ওটা হবে অনেক বড় পাপ, অনেক বড় ধরনের অকৃতজ্ঞতাও বটে। অতএব, খোদাতা'লা যেমন মিথ্যার বিষয়ের সাথে অকৃতজ্ঞতার বিষয়টিকেও যুক্ত করেছেন, তাই স্মরণ রাখবেন, এখানেও আপনাদের সে একই (ধরনের) ব্যাপার। এই দেশে অবস্থান করে যদি আপনারা মিথ্যা কথা বলেন, তাহলে এই দেশের মেহমানদারী, এদের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীরও অমর্যাদা এবং কৃতজ্ঞতাভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবেন। যে-সব উপকার বা সুবিধা তারা আপনাদের এমনিতেই দান করে, যদি আপনারা ওগুলো মিথ্যের দ্বারা অর্জন করার চেষ্টা চালান, তাহলে আপনারা তাদের অকৃতজ্ঞ বলে সাব্যস্ত হবেন, বরং আল্লাহ্‌তা'লারও। অতঃপর আপনাদের কোনও সুপ্রভাব এই জাতির উপর কায়েম হতে পারে না। শুধু আপনাদেরই না, বরং আপনাদের ধর্মের এবং আপনাদের জাতিরও কোন সুপ্রভাব তাদের উপর পড়তে পারে না। অতএব, আপনারা মিথ্যার দূত হয়ে যদি অপরাপর জাতির মাঝে বসবাস করেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে শয়তানের দূত হয়েই বসবাস করেন। আল্লাহ্‌তা'লার দূতগণ তো সত্যের পতাকা-বাহী হয়ে থাকেন। সত্যের আহ্‌বানকারী হন। আপনাদেরকে যদি আল্লাহ্‌তা'লা সত্য-পরায়ণতার সুযোগ দান করেন তাহলে অতি দ্রুত বেগে আপনারা এই জাতির হৃদয় জয় করতে পারেন।

যদি আপনাদেরকে আপনাদের আতিথেয়তা দানকারী জাতির হৃদয় জয় করতে হয়, তাহলে ইহার চাবিকাঠিও সত্যবাদিতার মাঝেই নিহিত। সত্য কথা বলুন। সত্য আচার-আচরণ গড়ে তুলুন। সত্যপরায়ণতাকে নিজেদের নিত্যসঙ্গী করুন। আপনাদের চেহারা থেকে সত্যতা ফুটে উঠুক। আপনাদের আচার-আচরণ, আপনাদের কথাবার্তা ও বাকভঙ্গী সত্যতার প্রতীক হোক। মিথ্যার ধ্যান বা কল্পনাও যেন আপনাদের কাছে ভিড়তে না পারে। ইহাই সেই বিষয়-বস্তু, যে সম্পর্কে অবশ্য বলা যেতে পারে—"লা ইয়াশহাদূ নায্যূরা"—আহমদীরা হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তি যারা মিথ্যার মুখের দিকে তাকায়ও না। যদি আপনারা তদ্রূপ করেন, তাহলে আপনারা সজীব থাকবেন। আপনাদের স্থিতিশীলতা সম্পর্কে যামানত বা নিশ্চয়তা দেয়া যেতে পারে। কেননা, যে সত্যবাদী হয়, এক-অদ্বিতীয় খোদা তাকে হিফাযত করেন। খোদাতা'লা তার পৃষ্ঠপোষক হন। প্রত্যেক সংকট থেকে তাকে বাঁচান এবং প্রত্যেক বিপদে তার সুরক্ষা বিধান করেন। কেননা, সে মিথ্যার অবলম্বন মজুদ থাকা সত্ত্বেও মিথ্যার সাহায্য গ্রহণ করে না। অতএব, এই বান্দা রহমান খোদার বান্দায় পরিণত হয়। এবং তাকে হিফাযত করার দায়িত্ব তিনি নিজের উপর তুলে নেন। ইহা সেই বাস্তব সত্য, যার মাঝে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। ইহা সেই বাস্তব সত্য, যাথেকে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ মুখ ফিরে বসে আছে। অতএব, আপনাদেরকে অনেক বড় এক দায়িত্ব এই জাতির মাঝে পালন করতে হবে। এর ফলশ্রুতিতে আপনাদের উভয়ের মাঝে কথোপকথন ও ভাব-বিনিময়ের ক্ষেত্রে এতটুকুও দূরত্ব পরিলক্ষিত হবে না। সত্যবাদীরা সত্যবাদীদের সাথে যখন মিলিত হয় তখন তাদের মাঝে পরস্পর এক স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে, যা তাদেরকে একে অন্যের নিকটতর করে দেয়।

সুতরাং আমি দেখেছি যে, অধিকাংশ দায়ী-ইলাল্লাহ্‌দের মধ্যে তারাই সফলকাম হয়, যাদের মাঝে সত্যবাদিতার গুণ থাকে। কেননা, তারা অল্প কথাই বলুন না কেন, তারা সর্বৈব সত্য কথা বলেন। যদিও তারা অনেক দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন নাইবা করেন, তারা নির্মল সত্য কথা বলেন। তাদের সে কথাতে ওজন (প্রভাব) সৃষ্টি হয়। ওজন বা প্রভাবশীলতা সত্যতারই অপর নাম। চালাকী চাতুর্যের নয়। একটি ছোট্ট কথাও, যা যথার্থ অর্থেই সত্য হয়ে থাকে, অনেক সময় উহা অসাধারণ ওজোগুণের ধারক ও বাহক হয়ে যায়। উহার মোকাবেলায় সহস্র দলিল-প্রমাণও কার্যকরী হয় না, বরং নিষ্ফল হয়ে দাঁড়ায়। এখানে যারা বিশিষ্ট সফলকাম দায়ী-ইলাল্লাহ্‌ রয়েছেন, তাদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি এমনও আছেন যারা জার্মান ভাষাও খুব অল্পই জানেন। ঐ ধরনের একজন দায়ী-ইলাল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎকালীন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বলুন তো, আপনি কী করেন।" তিনি অত্যন্ত সরলতার সাথে বললেন, মাত্র দু'টি বিষয়ই আমি জানি; একটি হচ্ছে যে, আমার যেহেতু

কোন জ্ঞান বা বিদ্যা নেই, ভাষাও আমি জানিনা, সেজন্য এর একমাত্র প্রতিকার হিসাবে আমি লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে ঘরে মেহমান করে নিয়ে আসি। এবং যতটুকুই আমি বলতে জানি ততটুকুই সাদাসিধা ভাষায় তাদেরকে বলি। এই মেহমানদারীর ফলে তারা যে কয়েক মিনিট আমার কাছে বসেন, তাতে আমি অনুভব করি, তারা আমার অনেকটা নিকটবর্তী হচ্ছেন। এমন কি, বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই আমরা একে অন্যের অনেক নিকটবর্তী হয়ে গিয়ে থাকি। তারপর, আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে, তারা যদি পসন্দ করেন তাহলে তাদেরকে আমি কিছু বই-পুস্তক দিতে পারি। তখন তাদের অধিকাংশই বলেন, হ্যাঁ, অবশ্য দিন। আর যখন আমি তাদেরকে বই-পুস্তক দেই, তখন প্রায়শঃ ইতি-বাচক ফলোদয় হয়। কেবল এটুকুই হচ্ছে আমার তবলীগ যার ফলশ্রুতিতে খোদাতা'লার ফযলে ইতিবাচক ফলোদয় হয়। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আমি এক বছরে ত্রিশজন আহমদী পেয়ে গেছি, যারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং আত্মোৎসর্গীকৃত। তারা পুরাপুরি জামাতের নেযামের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন।"

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে তিনি বললেন, "দ্বিতীয় রহস্য হচ্ছে এই যে, আমার স্ত্রী অত্যন্ত মেহমাননেওয়ায। যদি তিনি মেহমাননেওয়ায না হতেন, তাহলে আমি সাহসই করতে পারতাম না এইভাবে সময়ে অসময়ে ঘরে মেহমান নিয়ে চলে আসার। প্রথম থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে করা প্রোগ্রাম তো থাকে না। পথ চলতে গিয়ে কারও সাথে কথা-বার্তা শুরু হয়ে গেল। কিছুটা সমঝোতা লক্ষ্য করি। তারপর জিজ্ঞেস করি, বলুন তো, আপনি কি পসন্দ করবেন সামান্য একটু পাকিস্তানী খাবার চেখে নিতে। অধিকাংশ সময়ই বিস্ময়ের দরুন কোন অদ্ভুত বিষয় মনে করে তাঁরা বলেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে।" তিনি বলেন, আমি এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে ঘরে আসি যে, যে-কোন সময় হোক, যে-কোন ধরনের অসুবিধা থাকুক, আমার স্ত্রী নিশ্চয় আমার সঙ্গ দিবেন। এবং তিনি সর্বদা সঙ্গ দিয়ে থাকেন। সহযোগিতা করে থাকেন। মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে তিনি এমনভাবে তাদেরকে welcome করেন, স্বাগত জানান যে নিজেদের ব্যক্তিগত মেহমানদেরকেও সেভাবে আন্তরিকতার সাথে কেউ হয়তো welcome করতে পারবেন না। তার মুখে 'সুবহানাল্লাহ্' থাকে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র মেহমানগণ এসেছেন। এজন্যই খোদাতা'লার ফযলে অসাধারণ জোশ এবং উদ্দীপনার সাথে তিনি মেহমানদারী করতে থাকেন। তার মুখে কখনও অভিযোগের টু শব্দও উচ্চারণ করেন না।" ঐ দায়ী-ইলাল্লাহ বলেন, এ দু'টি বিষয়ের দরুনই আল্লাহ্‌তা'লা আমার উপর এই অনুগ্রহ করেছেন এবং আমি অশিক্ষিত এবং জ্ঞান-বিদ্যাহীন হওয়া সত্ত্বেও আমার দাওয়াত ইলাল্লাহকে ফলপ্রসূ করেছেন এবং সর্বদা করে থাকেন।"

ঐ ব্যক্তির কথার ভঙ্গী থেকে আমি আন্দাজ করতে পেরেছি—খুবই স্পষ্ট বিষয় যে, ওটা প্রকৃতপক্ষে তার সত্যবাদিতারই প্রভাব। কথা বলার ভঙ্গী একেবারে সাদাসিদা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য। উহা এ ধরনের কথা ছিল যা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করছিল। অতএব কী করে সম্ভব ছিল যে, ঐ সব কথা অন্যদের হৃদয়ে প্রভাবশীল না হয়? অতএব, মনে রাখবেন, যদি আপনাদেরকে দারী ইল্লাল্লাহ্‌র সফল ভূমিকায় উত্তীর্ণ হতে হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রেও আপনাদেরকে পুরাপুরি সত্যবাদিতায় আসতে হবে। অবশ্য সত্যবাদিতার পথে অনেক বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। যে জাতি বাল্যকাল থেকেই নিজেদের গৃহে মিথ্যাচারিতায় প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়, যাদের মিথ্যা বলার অভ্যাস তাদের কাছে একটা বিশেষত্ব বা মর্যাদার কারণ বলে গণ্য হয়। যতবড় কেউ মিথ্যাবাদী ও ধড়িবাজ হয় ততই সে মজলিস বা আসর ইত্যাদির হিরো সাব্যস্ত হয়। ওরূপ রুগীর রোগমুক্তি এমনই, যেমন কারও গভীরে প্রোথিত ক্যান্সার রোগ থেকে আরোগ্য পেয়ে যাওয়া। এমত অবস্থায় মিথ্যা কার্যতঃ এক রকম ক্যান্সারে পরিণত হয়। উহা তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এক দিক থেকে উপড়ালে অন্য দিকে আরেক স্থানে নিজের শিকড় গেড়ে দেয়! অতএব স্মরণ রাখবেন, অত্যন্ত নেগ্রানী—পর্য্যবেক্ষণ ও বিচক্ষণতার সহিত নিজেদের সমাজকে মিথ্যামুক্ত করা আপনাদের উপর অপরিহার্য দায়িত্ব স্বরূপ বর্তায়। যদি আপনারা এই অভিযান আরম্ভ করেন তবেই আপনারা জানতে পারবেন, কত যে কঠিন কাজ। বলতে সহজ, কিন্তু করতে নিদারুণ কঠিন। কেননা, আপনারা ভোরে উঠে যখন নিজেদের প্রোগ্রাম শুরু করেন তখন পদে-পদে আপনাদের সামনে সত্য ও মিথ্যার সমান্তরাল দু'পথই খুলতে থাকে এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে সচরাচর আপনারা সত্যের আরাধনা-উপাসনার পরিবর্তে মিথ্যার উপাসনার দিকে নিজেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত বোধ করেন। যখন ওটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তখন এই বোধশক্তি আর থাকে না যে-কী করছেন।

মিথ্যাচারিতায় অভ্যস্ত ব্যক্তিকে কোন সময় যদি বলেন যে, 'তুমি মিথ্যা বলছো' তখন সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলবে যে, সে মিথ্যা কথা বলে না। এবং তার ঐ কসম-গুলিতে এতো জোশ থাকে যে, মানুষ বিস্মিত হয়ে পড়ে। ওরূপ একব্যক্তি যার সম্বন্ধে আমি জানতাম যে, সে অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, সে জামাতের নেযামাধীন কাযা-বোর্ডে বিচার চলা কালীন মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। তার বিরুদ্ধে রায় হওয়াতে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হলো। সে আমাকে চিঠি লিখলো যে, "আপনি তো আমাকে জানেন যে, আমি কতো সত্যবাদী। কাজেই আপনার আদালতে আমার আপিল, কাযা-বোর্ড যে আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে তা আপনি সুধরিয়ে দিন।" অথচ আমি জানতাম যে, সে (একজন বদ্ধমূল) মিথ্যেবাদী।

কিন্তু এতো প্রত্যয়ের সাথে সে আমাকে চিঠি দিলো যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। মিথ্যাচারিতার অভ্যাস তার এরূপ স্বভাবে পরিণত হয়েছিল যে, তার প্রত্যেক কথাই ছিল মিথ্যা। এহেন মিথ্যাবাদিতাই যখন অভ্যাস এবং স্বভাবে পরিণত হয় তখন উহা তাকে চারদিক দিয়ে (স্বীয় আওতায়) ঘিরে ফেলে। সেজন্যই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "তারপর ওরূপ ব্যক্তি খোদাতা'লার সামনে 'কায্যাব' (চরম মিথ্যাবাদী) বলে লিখিত হয়।"

অতএব, আপনারা নিজেদের সন্তানদের, নিজেদের নিকট আত্মীয়দের, নিজেদের স্ত্রীদের, স্ত্রীগণ স্বামীদের উপর দৃষ্টি রাখুন,—পর্যবেক্ষণ করুন প্রতিদিন কতবার যে আপনারা স্বাচ্ছন্দ্যে অনায়াসে মিথ্যা বলেন। যদি এই কুঅভ্যাস এভাবেই অব্যাহত থাকে, তাহলে আপনাদের দীনের (ধর্মপরায়ণতার) কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। এমতাবস্থায় খোদাতা'লার সাথে আপনাদের সম্পর্ক কায়েম হতেই পারে না।

স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্তা'লার সঙ্গে সত্যিকার সম্পর্ক সত্যবাদীরই কায়েম হতে পারে। মিথ্যাবাদীর হতে পারে না। কোন মিথ্যাবাদী পুরুষ বা নারী যদি নিজের নাম সত্যবাদী রেখেও নেয় তা ভিন্ন কথা—তাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, সব কিছুই খোদার গোচরীভূত। খোদার সম্পর্ক হয়ে থাকে কেবল সত্যবাদীর সাথেই। মিথ্যাবাদীর সাথে নয়। যখন পার্থিব জীবন ধারায়েও আপনাদের অভিজ্ঞতা এই যে, আপনারা নিজেরা যদি মিথ্যাচারী হন, তথাপি সত্যবাদীর প্রতি আপনাদের সম্পর্কের টান বেড়ে যায়, এমতাবস্থায় সত্যময় খোদা, যিনি সকল সত্যের উৎস—তিনি কী করে মিথ্যাবাদীদের সাথে সম্পর্ক কায়েম করতে পারেন?

সকল অনাচারের মধ্যে যুলুম এবং মিথ্যাচারকেই সর্বাধিক ঘৃণা করেন। যুলুম এবং মিথ্যা, অর্থাৎ শির্ক এবং মিথ্যা প্রকৃতপক্ষে একই বস্তুর দু'টি নাম। অতএব, নিজেদের অবস্থা গভীর দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করুন। আমি যে বলেছি, আপনারা যদি মিথ্যাবাদীও হন, তবুও সত্যবাদীকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন—এটা সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব ঘটনা। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, পাকিস্তানের আদালতগুলোতে কোন কোন বিচারক এ ধরনের ছিলেন যে, তাদের সামনে যখন কোন আহ্মদী গাম্ভীর্যের সাথে সত্য (ঘটনা) তুলে ধরেন, তখন ঐ বিচারক প্রভাবান্বিত হন এবং অকপটে লিখে দেন যে, "এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, আমি তাকে কদর করি।" সুতরাং তিনি তার পক্ষে ফয়সালা প্রদান করেন। (চলবে)

(সাপ্তাহিক 'বদর'—কাদিয়ান, ১লা আগষ্ট, ১৯৯৬ইং)

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে

(১)

এই বৎসর 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তকের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সেমিনার এবং আলোচনা সভা সমগ্র পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকল জামাত এবং অঙ্গসংগঠন এ ব্যাপারে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। জ্ঞানীগুণী লোকদেরকে বইটি উপহার দিয়ে আলোচনা সভায় দাওয়াত করে এনে এবং চা-চক্রে নিমন্ত্রণ করে আনার জন্য বাংলাদেশের সকল অঙ্গসংগঠন এবং জামাতকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ভাল অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনে কেন্দ্রও অংশ নিবে। কেন্দ্র থেকে বিশেষ বক্তাও প্রেরণ করা হবে। এমনকি বড় বড় অনুষ্ঠানগুলিতে আমিও অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা রাখি। আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠান হলে ভাল হয়। তবে এর পরও এই প্রোগ্রাম অব্যাহত থাকবে। আমীর, প্রেসিডেন্ট, সদর মুরব্বী, মোয়াল্লেম এবং অঙ্গসংগঠনের প্রধানগণ এ ব্যাপারে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ব্যাপকভাবে হেকমতের সঙ্গে তবলীগে আত্মনিয়োগ করুন। আগামী জানুয়ারীর প্রথম দিকে সালানা জলসায় আমরা একটা ভাল ফলাফল চাই। উৎকৃষ্ট তবলীগকারীকে পুরস্কার প্রদান করার ইচ্ছাও আমাদের আছে। সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করুন। এগিয়ে যান, আল্লাহ্‌র রহমতের ভাগী হোন। দোয়া করুন, আল্লহ্‌তা'লা আমাদেরকে সফলতা দান করুন। আমীন।

(২)

প্রতিবেশীদের সঙ্গে এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করুন। তবলীগের জন্য নয়, এহেন দাওয়াত হবে শুধু সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য। ভাল আয়োজনে আমরা সহায়তা করব। এখন থেকেই ক্ষেত্র তৈরী করুন এবং দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করুন। ইসলাম মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং প্রতিবেশীর হক আদয়ের প্রতি খুবই গুরুত্ব প্রদান করেছে। এই বিষয়টির প্রতি হুযূর আকদসও বিশেষ তাকিদ প্রদান করেছেন।

(২৪ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

উপসংহারে যে বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরী মনে করছি। তা হলো— প্রকৃতিতে দেখা যায়, যে জিনিষ যত ভাল তা পচলে তত বেশী দুর্গন্ধ ছড়ায়। মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সে শ্রেষ্ঠত্ব অটোমেটিক নয়, খুবই সাধনা সাপেক্ষ। নিজকে অবক্ষয় আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দিলে সে ক্রমাগত তলিয়ে যায়, শ্রেষ্ঠ-জীবনের সব মহৎ সম্ভাবনাকে নিজ হাতে ব্যর্থ করে দেয়, সমাজের জন্য দুর্বিসহ হয়ে পড়ে এবং বোকামিরও চূড়ান্ত সাক্ষ্য বহন করে। আল্লাহ্‌ আমাদের সবাইকে এরূপ অবস্থা হতে রক্ষা করুন। যারা পথ হারিয়েছে তাদেরকে তওবা করার মানসিকতা দিন, সুপথের পথিক করুন। (আমীন)

চলতি দুনিয়ার হালচাল

ঘৃণার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

৭ সেপ্টেম্বর (৯৬) তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি খবর নিম্নে দেয়া হলো। এতে ফয়সল করিম মিরনের গুলিবিদ্ধ চোখসহ ছবিও রয়েছে যা পাক্ষিক আহমদীতে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে আমরা দুঃখিত।

আসামীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে

দুলাভাই না ডাকার অপরাধে শিশুর চোখে গুলি

ঈশ্বরদী (পাবনা), ৪ সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)। দুলাভাই ডাকার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গুলি করে ছয় বছরের শিশু ফয়সাল করিম মিরনের একটি চোখ নষ্ট করে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। লোমহর্ষক এ ঘটনাটি ঘটেছে গত ৭ জুলাই ঈশ্বরদী থানার রূপপুর গ্রামে।

জানা গেছে, ঐ দিন সকালে মিরন তার খেলার সাথীদের সঙ্গে নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে খেলছিল। এ সময় একই গ্রামের উঠতি বয়সী সন্ত্রাসী বলে পরিচিত শোভন (২২) সচল একটি এয়ারগানসহ দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে বিদ্যালয় মাঠে এসে মিরনকে ডেকে তাকে দুলাভাই বলে ডাকার প্রস্তাব দেয়। তার অযৌক্তিক প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় শোভন ও তার সঙ্গীদ্বয় মিরনকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলে। শিশু ছেলে মিরন ভয়ে ভয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালে শোভন তার চোখে তাক করে গুলি ছোঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মিরনের ডান চোখ ছিদ্র করে এয়ারগানের গুলি ভিতরে প্রবেশ করে। অঝরে রক্ত ঝরতে থাকে গুলিবিদ্ধ চোখ দিয়ে। মিরনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে সন্ত্রাসীরা হত্যার উদ্দেশ্যে মিরনকে পার্শ্বস্থ একটি বাঁশ বাগানের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় মিরনের খেলার সাথীদের চিৎকারে এলাকাবাসীরা ছুটে আসলে সন্ত্রাসীরা মিরনকে ফেলে পালিয়ে যায়। এ ঘটনার পর ঐদিনই মিরনের পিতা ফজলুল হক শোভন (২২), শাহীন (২১) ও তমাল (২০)কে আসামী করে ঈশ্বরদী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোন আসামী ধরা পড়েনি।

দীর্ঘদিনেও আসামী গ্রেফতার না হওয়ায় এবং আসামীরা থানায় দায়েরকৃত মামলা তুলে নেয়ার জন্য মিরনের পিতা ফজলুল হককে হুমকি প্রদর্শন করায় মিরনের পিতা লিখিত অভিযোগে জানান, ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি এয়ারগানটি উদ্ধার করে পুলিশকে

দিয়েছেন। এবং আসামীরা এলাকার কোথায় কোথায় অবস্থান করছে তাও জানিয়েছেন। কিন্তু বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও রহস্যজনক কারণে পুলিশ আসামীদের গ্রেফতার করছে না। এ অবস্থায় ফজলুল হক সুষ্ঠু বিচারের আশায় রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন।

ঘটনাটিতে সন্ত্রাসীদের যে জঘন্য মনোভাব ও আচরণ প্রকাশ পেয়েছে তা ঘৃণা করার ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। মানুষ হিসেবে পরিচিত কেউ এরূপ অমানবিক কাজ করবে তা কল্পনারও বাইরে। এর মাঝে হয়ত সাদি-বিবাহের প্রস্তাবাদি হয়ে থাকতে পারে বা জোর করে বিবাহের হীন প্রয়াশও স্থান পেতে পারে। এসবের সাথে ৬ বছরের শিশুর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। অথচ এই নিষ্পাপ শিশুটিকেই জীবনের মহা সম্পদ একটি চোখ হারাতে হলো। এখানেই শেষ কিনা তা আমরা জানি না।

'ভুলাভাই' শব্দটির ব্যবহারে মনে হয় সন্ত্রাসীদের সর্দার মুসলমান সমাজের লোক। মুসলমানের এমন অধঃপতন ভাবা যায় না, বড়ই হৃদয় বিদারক। তবে নামে মুসলমান হলেও বাস্তবে তথা কামে কাজে মুসলমান তাদের সংখ্যাই তো দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং তারাই সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন শোভন যদি ভিন্ন ধর্মের হয়ে থাকে তবে আমাদের এ আলোচনা অনেকটা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু মোটেও তা নয়। সন্ত্রাসীরা মুসলমান না হলেও মানুষ তো?

মানুষ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন: 'নিশ্চয় আমরা মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর [অসৎকর্ম করিলে] আমরা তাহাকে হীন হইতে হীনতম স্তরে ফিরাইয়া দেই, সেই সকল লোক ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, অতএব তাহাদের জন্য রহিয়াছে অফুরন্ত প্রতিদান।' (সূরা ত্বীন: ৫-৭)

মানুষকে আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ উপাদানে সৃষ্টি করেছেন এতে তার জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইংগিত বহন করছে। এর রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশের জন্য আল্লাহ্ ঈমানের সাথে সৎ আমলের কথা বলেছেন। বস্তুতঃ ইহাকে আল্লাহ্র নির্দেশ বলেই গ্রহণ করা উচিত। অপরদিকে অসৎকর্ম দ্বারা সে একধারে ঈমানের দুর্বলতার সাক্ষ্য দেয়ার সাথে সাথে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়। ইহা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, অসৎকর্ম দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ সবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

উল্লেখ্য যে, পুলিশও মানুষ। নিষ্ঠার সাথে সঠিকভাবে কর্তব্য পালনই তার সৎ আমল। এতে হেলা করলে পুলিশ বলে আল্লাহ্ তাকে কখন ছেড়ে দিবেন না। তাকে একথ সদা স্মরণ রাখতে হবে। ভুলে গেলে আল্লাহ্র দরবারে মাশুল দিতে হবে। রাজনৈতিক নেতারাও দায়িত্বহীন হলে বা সুবিচারে অবহেলা করলে আল্লাহ্র বিচারে রেহাই পাবেন না।

(অবশিষ্টাংশ ২২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ

ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(২২তম কিস্তি)

সত্যতার কষ্টি পাথর :

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ

প্রথম দলীল : আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমে বলেন :

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ۝ (يونس ركوع ۲)

বঙ্গানুবাদ : অবশ্যই আমি ইতোপূর্বে তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ জীবন (চল্লিশ বছর) অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেক খাটাবে না ?

(সূরা ইউনুস : ১৭ আয়াত)

দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন :

খোদাতা'লা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে বলেছেন, তুমি [হে মুহাম্মদ (সাঃ)] লোকদের বলে দাও যে, আমার দাবীর পূর্ববর্তী জীবনের পবিত্রতা একথার ওপরে সাক্ষ্যদাতা যে, আমি আমার দাবীতে সত্য।

এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, দাবীকারকের পূর্ববর্তী জীবনের পাক-পবিত্রতা এবং মিথ্যারোপ ও মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান থেকে নিবৃত্ত হওয়া থেকে একথা দলীল বলে সাব্যস্ত হয় যে, দাবীকারক স্বীয় দাবীতে সত্যবান আর এ দলীল পূর্ণ জ্ঞান-ভিত্তিক। এজন্যে বলেছেন—আফালা তা'কিলূন—তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট ইলহাম হয়েছে—ফাকাদ লাবিসতু ফীকুম 'উমুরান্মিন কাবলিহী আফালা তা'কিলূন। (তাযকিরা, ২৪৫ পৃষ্ঠা, ১৯৬৯ সনে মুদ্রিত) আর এই ইলহাম দ্বারা খোদাতা'লা সত্যায়ন করলেন যে, তাঁর দাবীর পূর্ববর্তী জীবনও জ্ঞানের ভিত্তিতে এ কথার পথ-প্রদর্শক যে, তিনি স্বীয় দাবীতে সত্যবান, আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপকারী নন। যেমন, তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে এ ঘোষণা দেন :

"তোমরা আমার পূর্ববর্তী জীবনের ওপরে কোন দোষ, মিথ্যারোপ বা ধোঁকার কালিমা লেপন করতে পারো না যেন তোমরা এ ধারণা করো যে, যে ব্যক্তি আগে থেকেই মিথ্যা ও মিথ্যারোপে অভ্যস্থ, সুতরাং ইহাও হয়ত সে মিথ্যাই বলে থাকবে। তোমাদের মধ্যে কে আছ যে আমার জীবনে ত্রুটি বের করতে পারে ? অতএব ইহা খোদাতা'লার অনুগ্রহ যে,

তিনি প্রাথমিক সময় থেকে আমাকে তাকওয়ার ওপরে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন আর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জন্যে ইহা সুস্পষ্ট দলীল।" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাইন, পৃষ্ঠা ৬২)

তাঁর পবিত্র জীবন সম্বন্ধে সাক্ষ্য ঃ

১। যমীনদার পত্রিকার এডিটর মৌলভী যাফর আলী খান, পিতা মৌলভী সিরাজুদ্দীন সাহেব তাঁর (আঃ) প্রথম জীবন সম্বন্ধে তার চোখে দেখা সাক্ষ্য দিতে গিয়ে লেখেন ঃ

"মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ১৮৬০-১৮৬১ সনের দিকে সিয়ালকোট জিলার মোহরার ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ২২-২৩ বছরের যুবক ছিলেন। আর আমরা চোখে দেখে বলছি যে, ঐ বয়সে তিনি পুণ্যবান, মুত্তাকী বুযুর্গ ছিলেন।"

(যমীনদার, ৮ই জুন, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ)

২। মৌলভী মুহাম্মদ হুসেন সাহেব বাটালভী, আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নেতা তাঁর (আঃ) প্রথম জীবন সম্বন্ধে লিখেন ঃ

"বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের প্রণেতা বিরোধ ও যোগ্যতার নিরিখে এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোকে ওয়াল্লাহু হাসিবাহু (আর আল্লাহ্ তার জনে যথেষ্ট) শরীয়তে মুহাম্মদীয়ার ওপরে প্রতিষ্ঠিত, পরহেযগার এবং সত্যপ্রিয়।" (ইশ'আতে সুন্নাহ, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা-৯)

তাঁর (আঃ) পুস্তক "বারাহীনে আহমদীয়া"-এর প্রশংসা করতে গিয়ে লেখেন ঃ

এর প্রণেতাও অর্থ, প্রাণ, লেখনী, বক্তব্য ও সময় দ্বারা ইসলামের সাহায্যে এমন পদ-বিক্ষেপ রেখেছেন যার দৃষ্টান্ত প্রাথমিক মুসলমানদের মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়।"

(ইশা'আতে সুন্নাহ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০)

দুঃখের বিষয় যে, এই মৌলভী সাহেব কুরআনের মাপকাঠিকে খাটো করে দেখে তাঁর (আঃ) মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীর পরে তাঁর ওপরে কুফরীর ফতোয়া লাগিয়েছে।

৩। 'আহলে হাদীস' পত্রিকার এডিটর মৌলভী সানাউল্লাহ সাহেব অমৃতসরী তার পুস্তক 'তারিখে মির্যা'-এর ৫৩ পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ

"বরাহীন (এর যুগ) পর্যন্ত আমি মির্যা সাহেবের সাথে সুসম্পর্ক রাখছিলাম। যেমন, একবার যখন আমার বয়স ১৭ বা ১৮ বছরের মত ছিলো আমি শখ করে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে একা একা কাদিয়ান গিয়েছি।"

দ্বিতীয় দলীল ঃ

فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بايته انه لا يفلح المجرمون ○
(يونس ركوع ٢)

বঙ্গানুবাদ ঃ অতএব ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে যে (জেনে বুঝে) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যে বলে প্রত্যাখান করে? প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, অপরাধীরা কখনও সফলকাম হয় না। (সূরা ইউনুস ঃ ১৮ আয়াত)

لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب و قد خاب من افترى - (খ)
(طه ركوع ٣)

বঙ্গানুবাদ ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করো না অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা নিষ্পেষিত করবেন। (সূরা ত্বা-হা ঃ ৬২ আয়াত)

দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন ঃ

এ আয়াত দু'টোতে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সফলতাকে তাঁর (সাঃ) সত্যতার দলীল হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) ও তার কঠোর বিরুদ্ধবাদীগণের মোকাবেলায় যে সফলতা লাভ করেছেন উহা তাঁর (আঃ) সত্যতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর (আঃ) বিরুদ্ধবাদী সর্বক্ষেত্রে তাঁর মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে। কুফরীর ফতোয়া লাগিয়েও আদালতে মামলা-মোকদ্দমা করেও এবং তাঁর (আঃ) বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা করে বিকৃত ধারণা সৃষ্টি করতেও সফলতা লাভ করতে পারে নি। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুসলমানদের একটি বিরাট জামাত দান করেছেন যা ইসলামের সেবায় প্রেরণা ও উদ্দীপনা রাখে এবং সমগ্র দুনিয়াতে কুরআনের প্রচার করে যাচ্ছে। আর ইসলামের তবলীগ করে অমুসলমানদেরকে মুসলমান বানাতে পরম সফলতা লাভ করছে।

তৃতীয় দলীল ঃ

(ক) كتب الله لا غلبن انا و رسلي (المجادلة ركوع ٣)

বঙ্গানুবাদ ঃ আল্লাহ্ ফয়সালা করে নিয়েছেন ঃ নিশ্চয় আমি ও আমার রসূলগণ বিজয়ী হবো। (সূরা মুজাদলা ঃ ২২ আয়াত)

(খ) و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغلبون ۝ (الصافات ركوع ۵)

বঙ্গানুবাদ ঃ আর অবশ্যই আমাদের রসূলরূপে প্রেরিত বান্দাগণের সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে—নিশ্চয় তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, এবং আমাদের যে বাহিনী (মো'মেনদের দল), নিশ্চয় তারাই বিজয়ী হবে। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৭২-১৭৪ আয়াত)

(গ) افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغلبون ۝ (الانبياء ركوع ۴)

বঙ্গানুবাদ ঃ সুতরাং তারা (কাফেররা) কি দেখে না যে, আমরা পৃথিবীকে উহার চারিদিক থেকে সংকীর্ণ করে অগ্রসর হচ্ছি ? (অর্থাৎ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মান্যকারীগণ আস্তে আস্তে বাড়ছে আর অস্বীকারকারীরা কমছে। তবুও কি তারা বিজয়ী হবে ? (সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৫ আয়াত)

দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন ঃ

এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, নবীগণ এবং তাঁদের জামাত অস্বীকারকারীদের

ওপরে অবশ্যই বিজয় লাভ করবে এবং সবদিক থেকে তাদেরকে খোদার সাহায্য দেয়া হয় এবং এমন হয় যে, বিরুদ্ধবাদীগণ প্রত্যেক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে এবং খোদার রসূলগণের জামাত পর্যায়ক্রমে বেড়ে যেতে থাকে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর জামাতের ওপরে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে কঠোর বিরোধিতা হয়েছে কিন্তু শত্রুর প্রত্যেকটি অস্ত্র ব্যবহারের পরও মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর জামাতকে আল্লাহ্‌তা'লা সাহায্য ও বিজয় দান করেছেন এবং তারা দিনে দ্বিগুণ ও রাত্রে চারগুণ উন্নতি করে যাচ্ছে।

চতুর্থ দলীল :

فانجينه واصحب السفينة وجعلنها اية للعلمين ۝ (العنكبوت ركوع ٢)

বঙ্গানুবাদ : সুতরাং আমরা তাকে (নূহকে) এবং নৌকায় আরোহী সঙ্গীদিগকে (প্লাবনে ডুবে যাওয়া থেকে) উদ্ধার করলাম এবং আমরা ইহাকে (নৌকাকে) বিশ্ববাসীর জন্যে একটি নিদর্শন করলাম। (সূরা আনকাবূত : ১৬ আয়াত)

দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন :

নূহ (আঃ)-এর যুগে তাঁর অস্বীকারকারীগণের ওপরে প্লাবনের আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্লেগের আযাব এসেছিলো যাতে হাজার হাজার ঘর বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। আর প্লেগের যুগে শহর এবং গ্রাম বিরান হয়ে গিয়েছিলো। লোকেরা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে ছিলো! কেননা, গৃহগুলো প্লেগের জীবাণুর কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিলো আর প্লেগের প্লাবন সব দিকে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা চালিয়ে যাচ্ছিলো। ঐ সময়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তালা ইলহাম করলেন যে, নিজের ঘর পরিত্যাগ করো না। 'ইন্নী উহাফিযু কুল্লামান ফিদ্দারে' (তাযকেরা : ৪২৯ পৃষ্ঠা, ১৯৬৯ সনে মুদ্রিত) অর্থাৎ এ ঘরের চার দেয়ালের সব অধিবাসীকে রক্ষা করবো। আরও বলেন—ওয়া উহাফিযুকা খাস্‌সাতান' (তাযকেরা, ৪২৭ পৃষ্ঠা, ১৯৬৯ সনে মুদ্রিত) অর্থাৎ বিশেষভাবে তোমাকে রক্ষা করবো। সুতরাং এ নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো এবং ইহা নিজের মধ্যে নূহ (আঃ)-এর নৌকা থেকেও অধিক মর্যাদা রেখে ছিলো। কেননা, নৌকা তো পানি থেকে রক্ষা করার জন্যে হয়ে থাকে কিন্তু এর বিপক্ষে প্লেগের প্লাবনের সময়ে ঘর ধ্বংসের কবলে পতিত হয়। কিন্তু মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জন্যে খোদাতা'লা ধ্বংসের মাধ্যমকে তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যম বানিয়ে দিলেন। প্লেগের সময়ে কমপক্ষে ৮০ জন লোক এ ঘরে বসবাস করতেন। আশে পাশের ঘরে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে লোক মারা গেল কিন্তু মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ঘরে এক ব্যক্তিও প্লেগে মারা যান নি। আর আল্লাহ্‌তা'লা বড়ই শান ও মর্যাদার সাথে স্বীয় রক্ষার অঙ্গীকার পূর্ণ করলেন। (চলবে)

স্ব-পরিসর থেকে

সাধু সাবধান! আবার ইসলাম বিরোধী উপাদান খোঁজা শুরু হয়েছে!

পর্যবেক্ষক

আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে অনগ্রসর বাংলাদেশে ধর্মের অপব্যবহার নতুন কোন ঘটনা নয় তবে ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ও গোষ্ঠি স্বার্থ উদ্ধারের অপপ্রয়াস সম্প্রতি নতুন-ভাবে শুরু হয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলো এবং 'আধুনিক ও গণতান্ত্রিক' বিশেষণের দাবিদার একটি বড় রাজনৈতিক দল ইসলাম ধর্ম বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী লীগকে চিত্রিত করে আসছে বহুদিন ধরে।

বিশেষ করে নির্বাচনের সময় এই ধরনের প্রচারে বেশ গতি লক্ষ্য করা গেছে। এরপরও গত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর এখন সরকারের কাজকর্মের মধ্যে ইসলাম বিরোধী উপাদান খোঁজা শুরু হয়েছে। আর এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে একটি মৌলবাদী পত্রিকা।

বঙ্গবন্ধুর সরকার বাংলাদেশের মূল সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মরহুম জিয়ার শাসনামলে সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করার মাধ্যমে রাজনীতিতে মৌলবাদীদের পুনর্বাসন করা হয়। সেই থেকে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নতুন জীবন পেয়েছে এবং মরহুম জিয়ার গড়া দল বিএনপি তার পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। এরই প্রমাণ হিসাবে ৯১-এর নির্বাচনের আগে রব তোলা হয়েছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ তুলে দেবে। সেই নির্বাচনে এই প্রচার বেশ কাজে লাগলেও গত ১২ জুনের নির্বাচনে লাগে নি।

তাই বলে বিসমিল্লাহ'র নামে রাজনীতি বন্ধ হয়নি। বর্তমান সরকার বিসমিল্লাহ'র বাংলা অনুবাদ 'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে' কথাটি ব্যবহার করায় নতুন করে প্রচার শুরু হয়েছে যে, সরকার বিসমিল্লাহ তুলে দিতে চায়। ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠিগুলো এ বিষয়টি নিয়ে সভা-সমাবেশ করে চলেছে যা ফলাও করে প্রকাশিত হচ্ছে ওই মৌলবাদী পত্রিকাটিতে। কোন কোন সরকারী কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা হচ্ছে না তা প্রচার করার জন্য এই পত্রিকাটির

উৎসাহ এতই বেশি যে, ঘটনা আদৌ সত্যি কিনা সে ব্যাপারে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। সম্প্রতি এই পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, নয়া রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা হয় নি। পরদিন সেই পত্রিকায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিবাদও ছাপা হয় যাতে বলা হয়, খবরটি ঠিক নয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিব সৈয়দ আহমদ বিসমিল্লাহ বলার মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন। পত্রিকাটির এই রিপোর্টটি যে বানোয়াট ছিল তা প্রমাণিত হয় যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবাদ প্রকাশ করার এবং তার সঙ্গে প্রতিবেদকের কোন বক্তব্য না থাকায়। রিপোর্ট সঠিক হলে প্রতিবাদের সঙ্গে প্রতিবেদকের বক্তব্যও ছাপা হয়। সরকার ইসলাম বিরোধী কি কি কাজ করার পরিকল্পনা করছে সে সম্পর্কেও মস্তিষ্কপ্রসূত রিপোর্ট প্রায়ই দেখা যাচ্ছে একটি বড় দলের মুখপত্র পত্রিকাটিতে।

পত্রিকাটি অতি উৎসাহে বাংলাদেশ বেতারের চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে কোরআন তেলওয়াত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে একটি খবর ছাপে। পরের দিনই এর প্রতিবাদও ছাপা হয়।

বর্তমান সরকারকে ইসলাম বিরোধী বলে চিত্রিত করার আরেকটি অপচেষ্টা সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে হালে পানি পায় নি। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে স্কুলে পাঠ্য 'ইসলামিয়াত' বিষয়ের নম্বর ১শ' থেকে কমিয়ে ৫০ করা হয়েছিল। স্বার্থান্বেষী মহল এই কাজটির দায়দায়িত্ব বর্তমান সরকারের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছিল। এই চেষ্টাটি এতটাই উদ্দেশ্যপ্রণোধিত ছিল যে, মন্ত্রিপরিষদের সভায় ইসলামিয়াতের নম্বর বাড়িয়ে আবার ১শ' করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও পরদিন একটি বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে যানবাহন ভাংচুর পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা ঘটানো থেকে এই মহলটি বিরত থাকে নি। ভাবটা এমন যে বর্তমান সরকারে কোন মুসলমান নেই। তাদেরকে ভোট দিয়ে যারা ক্ষমতায় বসিয়েছে তারাও যেন অমুসলিম। জনগণের রায়ের প্রতি এভাবেই অসম্মান দেখানো হচ্ছে পরোক্ষভাবে।

বাংলাদেশের জনগণ ধর্মপ্রাণ হলেও ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং রাজনীতি করা তারা পছন্দ করে না এর প্রমাণ গত নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়েছে। যে দলটিকে ধর্ম বিরোধী বলে প্রচার করা হয়েছিল তারাই বিজয়ী হয়েছে, পরাজিত হয়েছে ধর্মের প্রতি বেশি দরদ দেখানো দলটি এবং ভরাডুবি হয়েছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলটির।

যেহেতু জনগণ পুরোপুরি সচেতন রয়েছে, সুতরাং সরকারও যদি এ ব্যাপারে সাবধান এবং সতর্ক থাকে তাহলে আশা করা যায় রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহারের অপচেষ্টা আর কখনই সফল হবে না। (১৩-১০-৯৬ ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

এ কোন্ ইসলাম কায়েম করছে তালেবানরা

"আফগানিস্তানের তালেবান ইসলামী মিলিশিয়ারা গত মাসের দিকে কাবুল দখলের পর দেশের অন্যান্য অংশের মতো সেখানেও একই কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। তারা মেয়েদের স্কুল বন্ধ এবং মহিলাদের অন্দর মহলে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। তারা গান-বাজনা নিষিদ্ধ, সিনেমা-থিয়েটারগুলো বন্ধ এবং পুরুষদের দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছে, এমনকি দাড়ি ছাঁটার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। মহিলাদের তাদের আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে বলেছে। এমনকি তাদের মুখ পর্যন্ত বোরখার আড়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া বিপরীত লিঙ্গের কোন সার্জনকে কারো অস্ত্রপচার না করার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং ব্যভিচারের জন্য পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান জারি করা হয়েছে। প্রকাশ্যে ফাঁসির দৃশ্য দেখা থেকে পলায়নপর একদল লোককে পিটিয়ে হত্যার দৃশ্য দেখতে বাধ্য করেছে তালেবানরা। এমনকি একজন ইমাম সকল মদ্যপায়ীকে হত্যার দাবী জানিয়েছেন।

সবই করা হয়েছে ইসলাম ধর্মের নামে। তালেবান সদস্যরা বলেছে, তারা কোরানের শিক্ষা এবং শরীয়ত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে একটি খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু এটা কি ইসলাম? যদি তাই হয়, তবে এটা কাদের ইসলাম? কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রয়োগ ও অপব্যবহার নিয়ে বাক-বিতণ্ডা চলছে। সাম্প্রতিকালে সারা বিশ্বে এ বিতর্ক মুসলিম বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করেছে। যখনই কোন সরকার কিংবা ধর্মীয় আন্দোলন ইসলামের নামে দমননীতি শুরু করে তখনই এই অবস্থা সৃষ্টি হয়।

কোরান শরীফেও কোন আইগত বিধান রাখা হয়নি এবং তাতে মাত্র ৮০টি আয়াত রয়েছে যাকে 'আইন' হিসাবে ধরা যায়। তাই সমাজের জন্য আল্লাহর বিধান জারি করতে হলে অবশ্যই মুসলমানদের নিজেকেই সেভাবে কাজ করতে হবে। এবং তা নির্ভর করে সময় ও স্থানের সুনির্দিষ্ট অবস্থার ওপর। ইসলামী আইন প্রয়োগে ভিন্নতার আরেকটি কারণ হচ্ছে ধর্মীয় বিধানের বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা। ইসলামে এক ব্যক্তির চার স্ত্রী রাখার বিধান রাখা হয়েছে। তবে তাকে অবশ্যই প্রত্যেক স্ত্রীকে সমানভাবে দেখতে হবে। কতিপয় আলেম ও রাজনীতিকরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যেহেতু এটা সম্ভব নয়, তাই একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

ইসলামে চুরির শাস্তি হাত কাটার বিধান রয়েছে কিন্তু ইতোপূর্বে একজন মুসলিম ইমাম কর্তৃক চোরকে মাফ করে দেয়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি প্রয়োজনের তাগিদে চুরি

করার জন্য একজন চোরকে মাফ করে দিয়েছিলেন। আর তাঁর এ শিক্ষা থেকে কোন কোন আলেম প্রচার করেন যে, চুরির জন্য অঙ্গচ্ছেদ করতে হবে যেখানে যে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দ্রব্য সামগ্রী সমানভাবে বন্টিত হয়। কখনও কখনও ইসলামী আইন ধর্মীয় শুদ্ধতার চেয়ে বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করেই বলবত করা হয়ে থাকে। যেমন মালয়েশিয়া। দেশটির ৪০ শতাংশ লোক মুসলমান। ইসলাম হচ্ছে সরকারী ধর্ম এবং শরিয়া আদালতগুলো বিয়ে, তালাক এবং শিশুদের অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মহাথির বিন মোহাম্মদ ইসলামকে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে মানানসই করে কার্যকর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই সম্প্রতি তিনি একটি প্রদেশকে ব্যভিচারের শাস্তি পাথর ছুড়ে মৃত্যুদণ্ড এবং চুরির সাজা হিসাবে হাত কাটার বিধান চালু করার পরিকল্পনা পরিহার করতে বাধ্য করেন।

এর ঠিক বিপরীত দৃশ্য চোখে পড়ে সোমালিয়ায়। সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে দু'বছর আগে কঠোর ইসলামী বিধান বলবত করা হয়। ডাকাতির দায়ে প্রকাশ্যে ১৩ জনের হাত ও পা কেটে স্থানীয় ষ্টেডিয়ামে ঝুলিয়ে রাখা হয় শুকানোর জন্য। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ ধরনের রূঢ় সাজা সহিংস অপরাধের জন্ম দিয়েছে।

যেখানে ইসলামী অনুশাসন জারি করে কোন কাজ হয় না, সেখানে কখনও কখনও আরেকটি বিধান জারি করা হয়ে থাকে। মরক্কোতে অষ্টম শতকের ইসলামী জুরিদের বিধান অনুসারে অল্প বয়সী মেয়েদের মতামত ছাড়াই অভিভাবকরা বিয়ে ঠিক করতে পারতেন। কিন্তু ১৯৯৩ সালে দেশটিতে আরেকজন অষ্টম দশকের জুরির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তাঁর মতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিয়েতে মেয়েদের মতামত নেয়ার কথা বলেছেন। বহু আলেমের মতে তালেবানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামকে ব্যাপকভাবে বিকৃত করছে। যেমন, তারা মেয়েদের স্কুলে যেতে দিচ্ছে না এবং মহিলাদের অফিসে যাওয়া বন্ধ করেছে। রিচমেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আজিজাহ আল-হিবরি বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম নারী পুরুষের কর্তব্য হিসাবে কোরানে শিক্ষার ব্যাপারে বহু আয়াত রয়েছে। তিনি বলেন, মহানবীর পরিবারের সকল মহিলারাই যে অন্দর মহলে থাকতেন তা নয়। একবার তাঁর বিবি যুদ্ধ ক্ষেত্রে একদল মুসলমানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এমনকি ইরানও ইসলামকে বিকৃত করার জন্য তালেবানদের অভিযুক্ত করেছে। এক বক্তৃতায় ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি বলেছেন, ইসলামের নামে তালেবানরা যা করছে বিশ্ব তা মেনে নেবে না। সূত্র: আইঃ এইচ টি"

(১৭ই অক্টোবর '৯৬ ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

ওসীয়্যত বিভাগ থেকে :

দু'টো গুরুত্বপূর্ণ পত্রের বঙ্গানুবাদ মুসী সাহেবানের অবগতির জন্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে :

মোকাররম মোহতারম রেজাউল করীম সাহেব,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার ৫ই সেপ্টেম্বর '৯৫ তারিখের প্রেরিত পত্র পেলাম। এর মধ্যে আপনি এমন মুসীয়া সাহেবাদের চান্দা হিস্যায়ে আমদের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন যাদের কোন আয় নেই। এ প্রসঙ্গে জানান হচ্ছে যে,

নেযামে ওসীয়্যত ধারাবাহিক কুরবানীর নাম। এজন্যে এমন মহিলা যাদের আয় নেই বা এমন পুরুষ যাদের বার্ধক্যের কারণে আয় এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে তারা ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে সাধ্যানুযায়ী জীবিকার অবস্থানুযায়ী হিস্যায়ে আমদ আদায় করুন। যাদের পকেট খরচ আছে তারা ঐ পকেট খরচ থেকে আদায় করুন।

স্বাক্ষর : সেক্রেটারী মজলিস করপর্দায/১৯-৯-৯৩

মোকররমী আমীর সাহেব/মিশনারী ইনচার্জ/প্রেসিডেন্ট সাহেব,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

হুযূর (আইঃ) বলেছেন যে, "যদি আপনাদের মধ্য থেকে কারো বিরুদ্ধে অসহযোগিতা বা কপটতামূলক কার্যকলাপের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন আর তিনি যদি মূসী হয়ে থাকেন তবে নিয়মানুযায়ী এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ওসীয়্যত দপ্তরকে অবশ্যই অবহিত করবেন। কেননা, অনেক সময় জামা'ত কর্তৃক এ জাতীয় তথ্য রেকর্ড করার জন্য না আসার দরুন এক ব্যক্তি শাস্তি লাভ করার পরও তার ওসীয়্যত বহাল থাকে। যদি কোন ব্যক্তি মূসী না-ও হয়ে থাকেন যার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার সম্বন্ধেও ওসীয়্যত দপ্তরকে অবহিত করা প্রয়োজন।

ওয়াস্‌সালাম

স্বাক্ষর : এডিশনাল ওকীলুত তবশীর

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুল

(গুল)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

(সাত থেকে দশ বছর বয়সের ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের জন্যে তালীম তরবীয়তি পাঠ্যক্রম)

(অষ্টাদশ কিস্তি)

আহমদীয়াত

মা—আমরা আল্লাহ্‌তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় ও অংশী-বিহীন হিসেবে মান্য করি আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সত্য রসূল মান্য করি। আমরা ইহাও অবগত আছি যে, কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌তা'লার সত্যগ্রন্থ যার মধ্যে প্রত্যেক যুগের মানুষের জন্যে ভাল ভাল কাজ করার শিক্ষা লেখা রয়েছে। খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নিষেধাজ্ঞাও এর মধ্যে রয়েছে। আবার পাঁচটি আরকান (স্তম্ভ) অর্থাৎ তৌহীদ (একত্ববাদ) নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের কথা মনে আছে। ঈমানের স্তম্ভগুলোও আমাদের জানা আছে। এখন তুমি যতই বড় হতে থাকবে এসব ব্যাপারে আরও বেশী জানতে পারবে। আজ আমি তোমাকে তোমার ঐ সব প্রশ্নের জবাব দেব, যখন আমরা কুরআনের শিক্ষা এবং হাদীস ও সুন্নতের শিক্ষা অবগত আছি এবং এর ওপরে আমলও করে থাকি তখন আমরা নিজেরা আমাদেরকে কেন আহমদী বলে থাকি? আমি তোমাকে এর কারণ বলবো। তুমি এ কথা নিশ্চয় বুঝেছো যে, আমরা খোদা ও তাঁর রসূলের (সাঃ) কথা পালন করে থাকি। এখন তুমি আমাকে বলো যে, যদি আমরা ঐ সব কাজ করি যে সম্বন্ধে খোদা ও তাঁর রসূল (সাঃ) এবং কুরআন মজীদ বলে নি, তাহলে কি একাজ করা ন্যায়সঙ্গত হবে?

ছেলে—উহা ন্যায়সঙ্গত হবে না।

মা—তাহলে এরূপ কাজ কেন করবো? আসল কথা এই যে, ভাল কথা বেশী দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে মানুষ ভুলে যেতে থাকে। তোমাকে তো বলেছি যে, দুনিয়াতে এক

লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এসেছেন। ঐ সব নবীদের মধ্যে কতককে আল্লাহ্‌তা'লা ঐশী গ্রন্থও দিয়েছেন। যা কিছু বলার ছিলো তা হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত কিছু দিন বাদে বাদে নবী পাঠানোর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে। নবীগণ তাঁদের যুগের লোকদের সংস্কারের কাজ করতে থাকতেন। এখন তুমি নবী আগমনের উদ্দেশ্য বোধ করি বুঝে গেছো। নবী মানুষকে আল্লাহ্‌-তা'লার আদেশ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে এসে থাকেন। হযরত আদম (আঃ)-এর পরে এসেছিলেন বিখ্যাত নবী হযরত নূহ আলাহেস সালাম, হযরত ইব্‌রাহীম আলায়হেস সালাম, হযরত মূসা আলায়হেস সালাম, হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম প্রমুখ। আর সব নবীই একই কাজ করে গেছেন। খোদাতা'লার কথা শিখিয়ে গেছেন। লোকদেরকে ভাল ভাল কাজের উপদেশ দিয়ে গেছেন। খোদাতা'লার কেতাব বুঝিয়ে গেছেন। পুণ্য-বান ও পবিত্র হওয়ার পথ বলে দিয়ে গেছেন।

ছেলে—সবচে' বড় নবী তো আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, তাই না?

মা—জী হ্যাঁ, সবচে' বড় নবী আঁ-হযরত (সাঃ)। আল্লাহ্‌ পাক তাঁকে কুরআন মজীদ দিয়েছেন, যার মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার সমস্ত আদেশ পূর্ণাকারে মজুদ আছে। কুরআন পাকের পূর্বে যে সব ঐশী কেতাব ছিলো সময় শেষ হওয়ার সাথে এগুলো সংরক্ষিত হয় নি। কিন্তু কুরআন মজীদের সংরক্ষণের জন্যে আল্লাহ্‌তা'লা নিজেই প্রতিশ্রুতি দান করেছেন।

ছেলে—খোদাতা'লা কুরআন মজীদকে কীভাবে সংরক্ষণ করবেন, আম্মু?

মা—কুরআন মজীদ সংরক্ষিত রাখার এক অর্থ তো এই যে, এর আয়াত, রুকূ, সূরাগুলো এবং সেপারা হুবহু এভাবে সংরক্ষিত থাকবে যেভাবে রসূলে পাক (সাঃ)-এর নিকটে অবতীর্ণ হয়েছিলো। দ্বিতীয়তঃ এর তরজমা ও তফসীর শিখাবার ব্যবস্থা স্বয়ং খোদাতা'লা নিজেই করবেন।

ছেলে—এ ব্যবস্থা কি প্রত্যেক যুগেই হবে?

মা—সত্যবাদী খোদা ওয়াদা করেছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে কুরআন শরীফ ঐ ভাবেই সংরক্ষিত থাকবে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণ ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন। পরিপূর্ণ ধর্ম আর পরিপূর্ণ শরীয়ত একই কথা। রসূল করীম সাল্লা-ল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তো একজন মানুষই ছিলেন। যেভাবে মানুষ বয়স পূর্ণ করে মারা যায় তিনিও সেভাবে তাঁর খোদার নিকট চলে গেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, আমার পরে খুলাফায়ে রাশেদা (হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফা) হবেন। পুনরায় মুস-

লমান বাদশাহ হয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করবে। পরে এমন এক যুগ আসবে যখন লোকেরা খোদাতা'লা ও কুরআন মজীদকে ভুলে যাবে। এসব লোকদের জন্যে আল্লাহ্-তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এমন একজন লোককে আবির্ভূত করবেন যিনি ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সমস্ত ভুল কথাগুলোকে বের করে দেবেন আর সঠিক কথাবার্তা শিখাবেন।

ছেলে—শতাব্দী কাকে বলে, আম্মু ?

মা—একশ' বছরে এক শতাব্দী হয়। সেঞ্চুরীও বলা হয়। আর প্রত্যেক শতাব্দীতে খোদার সাহায্যে ধর্ম শিখাবার জন্যে যাঁরা আবির্ভূত হবেন এঁদেরকে বলা হয় মোজাদ্দেদ।

ছেলে—রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে কত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে ?

মা—চৌদ্দশ' বছর অর্থাৎ চৌদ্দটি শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে।

ছেলে—তাহলে চৌদ্দজন মোজাদ্দেদ এসে গেছেন, না ?

মা—রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে, তের শতাব্দীর প্রারম্ভে মোজাদ্দেদগণ আসবেন। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বড় একজন মোজাদ্দেদ আসবেন। তিনি (সাঃ) এ মোজাদ্দেদকে মাহদী অর্থাৎ হেদায়াতকারী বলেছেন। সরল-সিদা রাস্তায় পথ দেখানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত।

ছেলে—যদি প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মোজাদ্দেদ এসে থাকেন তাহলে লোকেরা সঠিক শিক্ষাকে কেন ভুলে গেছে ?

মা—কোন বিষয়কে বার বার পুনরাবৃত্তি করা না হলে মানুষ তা ভুলে যায়। সত্য-শিক্ষার অবস্থাও এরূপ হয়েছে। এ কথা এভাবে বুঝে নাও যেভাবে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়—জ্বর, কাশি, সর্দি ইত্যাদি। ইহা জড় দেহের ব্যাধি। যখন মানুষ সত্য-শিক্ষার অনুযায়ী কর্ম না করে তখন আধ্যাত্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

ছেলে—জড় দেহের ব্যাধির জন্যে চিকিৎসকের নিকট যেতে হয়। আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা কীভাবে হয় ?

মা—জড় দেহের ব্যাধি ছোট খাট হলে যেমন তেমন একজন ডাক্তারের চিকিৎসা করিয়ে নেয়া হয়। যদি রোগ কঠিন হয় তখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট যেতে হয়। এরূপ ভাবে ছোট খাট রূহানী ব্যাধির জন্যে মোজাদ্দেদ আসেন কিন্তু রূহানী ব্যাধিসমূহ বেশী বেশী বেড়ে গেলে মোজাদ্দেদে আযম—মাহদী আবির্ভূত হওয়ার কথা।

ছেলে—আপনি কথায় কথায় এতদূর গেলেন যে, আহমদী কেন বলা হয় তা বল্লেনই না।

মা—আমাদেরকে এজন্যে আহমদী বলা হয় যে, আমরা মোজাদ্দেদে আযম যুগের মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে সত্যবাদী হিসেবে মেনে নিয়েছি। যারা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ও মাহদী এবং খোদার নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে সত্য কথা বলার অধিকারী বলে মেনে নেয় তাকে আহমদী বলা হয়।

ছেলে—খোদাতা'লার নিকট কৃতজ্ঞ যে, আমরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত মোজাদ্দেদে আযমকে মেনে নিয়েছি!

মা—আলহামদুলিল্লাহ্! খোদা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আর আমাদেরকে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর কথাকে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন। আমাদের প্রতি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং খোদাতা'লা অনেক খুশী হবেন। ইনশাআল্লাহ্। আমরা দোয়া করি যেন সারা দুনিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কথা মানতে থাকে। আর ইহাও অবহিত হয় যে, এযুগে যে মাহদী আসার খবরসমূহ আঁ-হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বার বার দিয়েছিলেন তিনি এসে গেছেন। তাঁর প্রিয় নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তোমাদেরকে বড় হয়ে এ কাজ করতে হবে যে, সবাকে বলবে, আঁ-হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর সকল কথা মান্য করুন। তোমরা তো আঁ-হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সৈন্য বাহিনীর সিপাহী। খোদা তোমাদেরকে নিরাপদে রাখুন। আমীন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسْحِقْهُمْ تَسْحِيْقًا

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

ওয়াকফে নও মোজাহিদগণের সাথে পরিচিত হোন

তানভীর ইসলাম (২৭৫২-বি) পিতা-সিরাজুল ইসলাম, দাদা-মরহুম আব্দুল আজিজ, গ্রাম-শালগাঁও, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

আমাতুস সফি (৫৯৯৪-এ) পিতা-মোয়াজ্জেম হোসেন (নবদীক্ষিত) পলাশী

পারভীন আক্তার (৯৪২১-এ) পিতা-তসদীক আহমদ ভূইয়া, দাদা-আব্দুল জব্বর ভূইয়া, গ্রাম-ক্রোড়া, জিলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

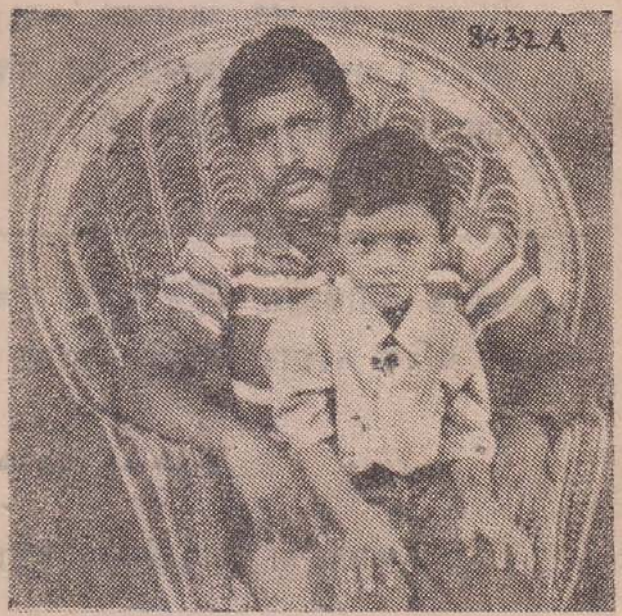

আসিফ আহমদ (৮৪৩২-এ) পিতা-ইউসুফ আহমদ, দাদা-আবু তৈয়ব অলি আহমদ, গ্রাম-বড়গাঁও, জিলা-হবিগঞ্জ

সংবাদ

সর্ব ধর্ম সম্মেলন

ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে আগামী ২৭শে ডিসেম্বর, '৯৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্সে সকল ধর্মের লোকদের সমন্বয়ে একটি 'সর্ব ধর্ম সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে।

এর সফলতার জন্যে সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে।

আহমদ তৌফিক চৌধুরী
ন্যাশনাল আমীর

সন্তান লাভ

মহান আল্লাহ্ গত ১লা অক্টোবর, ১৯৯৬ইং তারিখে আমাদেরকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। সন্তানের ভবিষ্যত সুন্দর কর্মময় জীবনের জন্য দোয়া প্রার্থী।

মোহাম্মদ সাঈফুল ইসলাম
ও বীথিকা রহমান, ঢাকা

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুমিল্লার আওতাধীন তালুকপাড়া গ্রামের জনাব আবদুর রহমান সর্দার গত ১৪/১০/৯৬ ইং সোমবার দিবাগত রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর। তিনি ৩ ছেলে ৩ মেয়ে ও স্ত্রী রেখে গেছেন।

আল্লাহ্তা'লা তাঁর রূহের মাগফেরাত দান করুন এবং তাঁর পরিবারের সকলকে দান করুন সাবরে জামিল।

মোঃ ইদ্রিস, প্রেসিডেন্ট
কুমিল্লা জামাত

০ ঘাটুরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মরহুম প্রেসিডেন্ট জনাব এলাহী বক্স লস্কর সাহেব এর স্ত্রী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব মজিবুর রহমানের মাতা মোসাম্মৎ হাসিনা বেগম গত ১৯/১০/৯৬ ইং রোজ শনিবার ভোরে কুরআন শরীফ পড়ারত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিকাল ৪-৩০ মিনিটের সময়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স ছিল ৮০ বৎসর। তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা, নাতী ও নাতনী রেখে গেছেন।

মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা সকল আহমদী ভাই ও বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ দুলাল মিয়া
ঘাটুরা, বি, বাড়িয়া

আসহাবে কাহাফের পাতা

আবু রকীব

প্রশ্ন : হিন্দুদের দুর্গা পূজা কখন থেকে চালু হয়েছে? এর উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : হিন্দুদের দুর্গাপূজা নয়, বরং বলুন বাঙ্গালী হিন্দুদের দুর্গাপূজা। কেননা, সকল হিন্দু এই দুর্গাপূজা করে না। একমাত্র বাঙ্গালী হিন্দুরাই এই পূজা করে। কথিত হয় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজশাহীর তাহিরপুরের জমিদার কংস নারায়ণ খাঁ যজ্ঞ করতে মনস্থ করায় তার সভাপণ্ডিত পুরোহিত নাটোরের বাসুদেবপুরের রমেশ চন্দ্র শাস্ত্রী এই পূজার প্রবর্তন করেন। তৎকালীন সময়ে প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বলা হয় রামচন্দ্র নাকি বসন্তকালে এই পূজা করেছিলেন। এখন হয় শরৎকালে। রামচন্দ্র পূজা করেছিলেন এমন কথা বাল্মীকি রামায়ণে লেখা নেই। একথাও বাঙ্গালীর কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে, "স্তবে তুষ্টা হয়ে মাতা দিল দরশন।"

কংস নারায়ণের পর ভাদুরিয়ার জমিদার জগৎ নারায়ণ রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় এই পূজা করেন। কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশের পর মাটির প্রতিমা গড়ার ব্যাপক প্রচলন হয়। ১৭৫৯ সালে কলিকাতার গুপ্তি পাড়ায় বারজন বন্ধু মিলে এই পূজার আয়োজন করেন। তাই এই পূজাকে বারোয়ারী পূজাও বলে। বারোয়ারী অর্থ 'বার ইয়ারী' বা বারজন ইয়ার বা বন্ধুর পূজা। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় হলে ক্লাইভ আনন্দ উৎসবে যোগ দেবার জন্য নবকৃষ্ণের বাড়ীতে ঘটা করে দুর্গা পূজায় যোগ দেন। এইভাবে ক্লাইভ হিন্দুদের মন জয় করে নেন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা পূজার গুরুত্বও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

দুর্গার বাহন সিংহ। দুর্গার পতি শিবের বাহন ষাঁড়। কন্যা লক্ষীর বাহন পেঁচা। পুত্র গণেশের বাহন ইঁদুর। অপর পুত্র কার্তিকের বাহন ময়ুর, আর বাবা শিবের গলায় থাকে সাপ। অথচ এরা একে অপরের খাদ্য ও খাদক হওয়া সত্তেও একই ঘরে সহ অবস্থান। সিংহ ষাঁড়কে মারে না, পেঁচা ইঁদুর খায় না, ময়ুর সাপ ভক্ষণ করে না। দুর্গা মূর্তির দশ হাত অর্থাৎ দশ দিকে ক্ষমতা। তাই হয়ত পরিবারে এই সহাবস্থান। যারা এই প্রতীকগুলি তৈরী করেছেন তারা হয়ত ভেবেছিলেন এর ফলে সংসারে শান্তি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। কথায় আছে 'ও' শান্তি কিন্তু শান্তি বহু দুর।

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ বন্ধ কর

আজ থেকে শতবর্ষ আগে যুগের ইমাম নবীর গোলাম (আধ্যাত্মিক পুত্র) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেছিলেন, "আয় দোস্‌ত ছোড় দো জঙ্গো কা খেয়াল"—অর্থাৎ হে বন্ধুগণ! এখন যুদ্ধের মানসিকতা পরিহার কর। তাঁর এই শান্তিবাণী মুসলমান মৌলানারা হযম এবং বরদাশত করতে পারেন নি। একবাক্যে তারা এই শান্তির দূত মহান ব্যক্তিকে কাফের আখ্যায় ভূষিত করলেন। বললেন, অস্ত্রের জেহাদই যদি না থাকল তাহলে ইসলামের আর বাকি থাকল কী? ১৯৩২ সালে সৌদী আরবের জন্ম হল। তার পতাকায় কলেমা ও তরবারি খচিত হল। তরবারী আর পবিত্র কলেমা একই মর্যাদা পেল। মুসলমানরা অমুসলমানের অস্ত্রের আঘাতে লাখে লাখে মৃত্যুবরণ করল। যাদেরকে অমুসলমানরা মারল না তারা নিজেরা লড়াই করে মরল। প্রতিদিন মুসলমানের হাতে প্রাণ দিচ্ছে একই দেশের একই বিশ্বাসের মুসলমান। আফগানিস্তানে উভয় পক্ষেই রয়েছে দাড়ি পাগড়ি ধারী মুসলমান। কিন্তু এই উভয় পক্ষই 'বিসমিল্লাহ্' বলে অস্ত্র চালায় একে অপরের বুকে। তবে হা, এরা কলেমা পাঠকারীকে হত্যা করলেও 'বিসমিল্লাহ্' উচ্চারণ করতে ভুলে না। কারণ 'বিসমিল্লাহ্' এখন আল্লাহ্‌র নাম নয়—রাজনৈতিক অস্ত্র। মিথ্যা ভাষণের আগে বিসমিল্লাহ্ লাগে, হত্যার আগে বিসমিল্লাহ্ লাগে।

আজকের পত্রিকায় দেখলাম তালেবানরা যুদ্ধ বিরতী চায়। মাসুদ কাবুলকে অসামরিক এলাকা করতে চান (ইনকিলাব ২২/১০/৯৬)। নরহত্যা করতে গিয়ে বিসমিল্লাহ্ পড়তে পড়তে এখন উভয় দলই ক্লান্ত। যুদ্ধ বন্ধের রব উঠেছে। হায়! আজ থেকে শত বৎসর পূর্বে যদি মুসলমানরা যুগ-ইমামের ডাকে সারা দিত, তাহলে আজ এত রক্ত ক্ষয় হত না, লক্ষ লক্ষ বিসমিল্লাহ্ ও কলেমা পাঠকারী প্রাণ হারাত না!

হে আল্লাহ্, তুমি মুসলমানদেরকে সুবুদ্ধি দাও, যুগ-ইমামের সদুপদেশ গ্রহণ করবার শক্তি দাও। মুসলিম উম্মাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা কর। আমীন! (এ টি সি)।

খোদ্দামের রজত জয়ন্তী ইজতেমা-৯৬ শুরু

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৩ দিন ব্যাপী ২৫তম সালানা ইজতেমা গত ২৫-১০-৯৬ তারিখে আরম্ভ হয়েছে। সকালে খোদ্দাম ও আতফালের মার্চ পাষ্টে সালাম গ্রহণ করেন ও পতাকা উত্তোলন করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। জুমুআর নামাযের পর ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। ইজতেমার খবর এখনও আসছে।

আহমদী বার্তা

8th Issue 31st October, 1996

Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

MUSLIM TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

দিবারাত্র প্রচাররত একমাত্র মুসলিম টেলিভিশন (MTA)

মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করে চলেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা এবং যুগ-খলীফার খুতবা সরাসরি প্রচার করে থাকে। ডিশের বর্তমান অবস্থান ৫৭° ডিগ্রী ইষ্ট (East) এবং ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সি ১০৯০ ও ৯৭৫-এর মধ্যে। অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ৬.৫০তে অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। বাংলায় অনুষ্ঠান শুনতে পারেন ৭.৩৮-৪০ বা ৪২ মেগাহার্টসে।

আপনিও খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় শীত-কালে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৬.০০ মিনিটে শুনতে পারেন।

আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272